৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ৬ মাঘ – ১১ মাঘ, ১৪২৪ ঃ ২০ জানুয়ারি – ২৬ জানুয়ারি, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 14, 20 January - 26 January, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ছুটি

আগামী ২২ জানুয়ারি সরস্বতী পুজো, ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন ও ২৬ জানুয়ারি ২০১৮ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তা পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকায় ২৭ জানুয়ারির সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। পুনরায় ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

রত্নমালা

গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা

আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা

মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট, বারাসাত, কোলকাতা–১২৪

মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭

ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : শীর্ষ আদালতের কাজকর্ম আইনমাফিক চলছে না। প্রধান বিচারপতি মামলা বন্টনের ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার করছেন। এমন গুরুতর অভিযোগ নিয়ে চার বিচারপতি সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। ভারতের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল।

রবিবার : রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও ব্লকে বিউটিশিয়ান কোর্স করা তফসিলি জাতি–উপজাতি মহিলাদের দিয়ে ৫০০টি বিউটি পার্লার তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে তফসিলি জাতি–উপজাতি বিত্ত নিগম। উপকৃত হবেন প্রায় ৩০ হাজার মহিলা।

সোমবার : পৌষ সংক্রান্তির দিন এবারেও গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান সারলেন সারা ভারতের অগণিত পুণ্যার্থী। শীতের কড়া ঠান্ডায় সাগরসঙ্গমে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ডুব দিলেন পুণ্যলাভের আশায়।

মঙ্গলবার : আঙুলের ছাপ ও চোখের মণি দিয়ে আধার পরিচিতি করতে যারা বিপাকে পড়ছেন তাদের জন্য এবার মুখমণ্ডল দেখেও চেনার পদ্ধতি চালু করতে চলেছে আধার কর্তৃপক্ষ। ১ জুলাই থেকে চালু হবে নতুন প্রযুক্তি। পরিচিতি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এটা একটা যুগান্তকারী প্রযুক্তি বলে জানিয়েছেন আধার সিইও।

বুধবার : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক হজ যাত্রার জন্য ভর্তুকি বন্ধ করে দিল কেন্দ্র। যদিও এই সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনীতি শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নাকভি বলেন, তোষণ না করে প্রকৃত সংখ্যালঘু উন্নয়নই লক্ষ্য মোদী সরকারের। ইতিমধ্যে হজে ভর্তুকি আর গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের থেকে বাড়তি ভাড়া নেওয়া নিয়ে শোরগোল উঠেছে। এটিও মোদী সরকারের আর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বৃহস্পতিবার : মমতার এবারের শিল্প সম্মেলনে বড় লগ্নির প্রতিশ্রুতি দিলেন শিল্পপতিরা। এমনকি যে আদানিকে নিয়ে মোদীর বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিরোধীরা সেই আদানি গোষ্ঠী বন্দর করতে চায় এ রাজ্যে। আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু রাজ্যের মানুষ বলছেন না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

শুক্রবার : তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফের অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল বাসন্তী। প্রাণ গেল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সহ দুজনের। বাসন্তীর চড়বিদ্যার টুসু মেলায় মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে বাধে অশান্তি। তা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে বড় অশান্তিতে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ডে পাসপোর্ট চক্রের জাল সীমান্তে

কল্যাণ রায়চৌধুরী : কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দাদের বারংবার সতর্কতা সত্ত্বেও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের কড়া নজরদারির ফাঁক গলে, জাল আধার কার্ড থেকে ভোটার কার্ড সবই তৈরি হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে বাংলাদেশের কুখ্যাত অপরাধী ও জঙ্গিদের হাতে। সেই জাল আধার ও ভোটার কার্ড দেখিয়ে তৈরি হচ্ছে আসল ভারতীয় পাসপোর্ট। এর জন্যে স্থানীয় ঠিকানা 'ভাড়া' দেওয়া হচ্ছে 'ধূর' সিন্ডিকেটের দালাচক্রের পক্ষ থেকে। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার হওয়া চার বাংলাদেশি নাগরিককে জেরা করে এমন তথ্যই উঠে এসেছে গোয়েন্দাদের হাতে। তারা এও

জেনেছেন, এক একটি পাসপোর্ট তৈরির জন্য কাগজপত্র তৈরি করতে খরচ পড়ে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মালদহ ও মুর্শিদাবাদে এমন প্রায় ৭০ জন দালালের খোঁজ পেয়েছেন তারা। যাদের সঙ্গে বাংলাদেশের কুখ্যাত অপরাধী ও জঙ্গিদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে তাদের পরিচয় এখনই প্রকাশ্যে আনতে চাইছেন না গোয়েন্দারা। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির গোয়েন্দা দফতর ও পুলিশ আধিকারিকদের হাতে সেই তথ্যও চলে এসেছে বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যে তল্লাশিও শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওই চার বাংলাদেশি নাগরিককে জেরা করে পুলিশ জেনেছে, জন প্রতিনিধিদের যে শংসাপত্র রেসিডেন্সিয়াল প্রমাণপত্র হিসেবে জমা দেওয়া হচ্ছে তাও আসলে জাল। সার্টিফিকেটের প্যাড ছাপিয়ে জাল সিল মেরে তা দেওয়া হচ্ছে। পরে কয়েকটি নির্দিষ্ট সাইবার ক্যাফে থেকে আধার কার্ড তৈরি করা হচ্ছে। এমন কি বাড়ির ঠিকানা হিসেবে যা দেওয়া হচ্ছে, তাও ভুয়ো। দালালদের পরিচিত কারও বাড়ির ঠিকানা ব্যবহার করা হচ্ছে। পুলিশ ভেরিফিকেশনের সময়ে সেই ঠিকানাই প্রমাণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। কিছু পুলিশ আধিকারিক ও কর্মী বিষয়টি জানলেও চুপ করে থাকেন। ফলে তাদের পাসপোর্টের ভেরিফিকেশনেও কোনও সমস্যা হচ্ছে না। প্রায় মাস দুই আগে মুর্শিদাবাদে এরকমই এক চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এক পুলিশ কনস্টেবলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পুলিশ জেনেছে, মূলত বাংলাদেশে অপরাধ করে এদেশে এসে আশ্রয় নেয় দুষ্কৃতীরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

পণের অত্যাচার থেকে বাঁচতে থানায় দুই বধূ

পার্থ ঘোষ, বারাসত : শুরুর দিকটা ভালই চলছিল ওদের। বিবাহিত জীবন শুরু হলেও যে সংকল্প নিয়ে সোমা, টুকটুকিরা নতুন জীবন শুরু করেছিল তা আর বেশিদিন স্থায়ী হল না। পণের দাবিতে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে অসহনীয় জীবনযাপনের ফয়সালা করতে অবশেষে থানার দ্বারস্থ হতে হল ওদের। এক বছর আগে রানাঘাটের বড়বাজার এলাকার সুমন কুণ্ডুর সাথে বিয়ে হয় গাইঘাটার বিমল সাধুখাঁর কন্যা টুকটুকি সাধুখাঁর (২০)। বিয়ের পর থেকে টুকটুকি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়েছিল। এরপর সুমনের বাবার ব্যবসার টাকা চুরি যাওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে টুকটুকিকে সন্দেহ করা হয়। এরপর এই বিষয়ে সুমন সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন নানা অছিলায় টুকটুকিকে কটুক্তি করতে থাকে। অত্যাচার–এর মাত্রা বাড়তে থাকে। তার প্রতিবাদ করতে থাকায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন ও স্বামী সকলে মিলে টুকটুকির পায়ে ও গোপণাঙ্গে গরম তেল ও গরম জল ঢেলে দেয় বলে অভিযোগ। এরপর একটি ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হয় তাকে। বৃহস্পতিবার বাড়িতে কেউ না থাকায় অন্য একজনকে ডেকে তালা ভাঙিয়ে বাপের বাড়িতে পালিয়ে আসে টুকটুকি। সেখান থেকে গাইঘাটা থানায় সে গিয়ে অভিযোগ করে। তার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তাকে হাবড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। টুকটুকির মতো মধ্যমগ্রামের সোমা শিকদারের অবস্থা পণের দাবিতে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বাড়িতে পণের অত্যাচারে ঘর থেকে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় সোমাকে। শাড়িতে আগুন লাগানো অবস্থায় প্রতিবেশিরা কোনও মতে তার শাড়ি খুলে দেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম ও সুভাষ–মুজিব সম্পর্কের অজানা অধ্যায়

বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে আশরাফুল ইসলাম

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি অনুরাগের শুরুটা দেড় দশক আগে। ব্রিটিশের দ্বিখন্ডিত করা ভারতবর্ষে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারত ও পাকিস্তান নামক যে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়–তা এই অঞ্চলের পরবর্তী প্রজন্মের অধিবাসীদের অনেক ঐতিহাসিক সত্যকেই ভুলিয়ে দিয়েছে। উগ্র সাম্প্রদায়িক ও শোষণনীতির পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতির ওপর পৃথিবীর নজিরবিহীন নিষ্পেষণ এবং বর্বরতা শুরু করে–তা রুখে দিয়ে রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম লাভ করে স্বাধীন ভূখন্ড বাংলাদেশ। একটি অঞ্চলের এই যে শাসনতান্ত্রিক ভাঙাগড়ার খেলা–তাতে যেমন চাপা পড়েছে বাঙালি জাতির বহু আত্মত্যাগের ইতিহাস, তেমনি প্রজন্মের উত্তরাধিকারদের মাঝেও এনিয়ে নেই কোনো অনুরাগ। বাংলাদেশের শ্যামল প্রকৃতি, এখানকার চিরায়ত সংস্কৃতি–জীবনাচার নেতাজির অতিপ্রিয় ও রাজনৈতিক চর্চার অন্যতম উর্বর ক্ষেত্র হলেও তাঁর অন্তর্ধানের একদশকের মাঝেই তিনি হারিয়ে যেতে থাকেন এখান থেকে। দেশমাতৃকার জন্য তাঁর বিরল আত্মত্যাগ ও গৌরবগাঁথা ব্যক্তিগতভাবে কারো কারো কাছে চর্চিত হলেও তার প্রভাব এখানকার রাজনৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে দুঃখজনকভাবে অনুপস্থিত।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ব্রিটিশ রাজশক্তিকে প্রবলভাবে নাড়া দেওয়ার গল্প শুনিয়ে আমার কিশোর মনে দারুণভাবে দাগ কাটেন বাংলাদেশের ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার প্রয়াত সাংবাদিক–গবেষক শামসুল হক। অপরিণত বয়েসেও সেই গল্প সম্মোহন তৈরি করে ওই মহানায়কের প্রতি। গত কয়েক দশক প্রবল আগ্রহ ও ভালোবাসা নিয়ে নেতাজির আদর্শ ও তাঁর আত্মত্যাগ, সংগ্রামী ইতিহাস অধ্যয়নের চেষ্টা করেছি–ঠিক যে আগ্রহ নিয়ে পড়েছি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। এর ফলে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের শাসন–শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং মুক্তিবাহিনীর সর্বাত্মক সংগ্রামের বহু সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে। এই দুটি মুক্তির সংগ্রামের মধ্যেই অসাম্প্রদায়িক ও শোষণহীন রাষ্ট্রের আকাঙ্খা যেমন ছিল, তেমনি হিন্দু–মুসলিম–বৌদ্ধ–খ্রিষ্টানসহ সর্বধর্মের বীরযোদ্ধাদের অকাতর বলিদান উভয় সংগ্রামকেই একে মহোত্তম ত্যাগের এক চিরকালীন মর্যাদা দিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি মুক্তির সংগ্রামের নেতৃত্বেই ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দুই বাঙালি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি ওড়িশার কটকে হলেও বেড়ে ওঠা কলকাতায়–যে শহরে লেখাপড়া করতে গিয়ে রাজনীতি ও দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হন শেখ মুজিবুর রহমানও। প্রায় দু'শো বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন–শোষণের শৃঙ্খল

থেকে ভারতীয় উপমহাদেশকে মুক্ত করতে বহু বৈপ্লবিক সশস্ত্র প্রচেষ্টা প্রকাশ্যে–অপ্রকাশ্যে হলেও ব্রিটিশদের ভীত প্রবলভাবে নাড়াতে সক্ষম হন নেতাজি–ই, এটি দারুণভাবে প্রভাবিত করে তরুণ শেখ মুজিবকেও।

প্রখর মেধাবী সুভাষ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) পরীক্ষায় চতুর্থ হয়েও তাতে যোগ না দিয়ে পরাধীন দেশমাতাকে উদ্ধারের সংকল্প করেন। জাতীয়তাবাদী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের হাত ধরে সেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে রাজনীতিতে এসে পূর্ণ স্বরাজের দাবি তুললেন, যেখানে তৎকালীন জাতীয় নেতারা ক্ষমতার অংশীদার হতে সর্বোচ্চ স্বায়ত্বশাসন পর্যন্ত দাবি তুলতে পেরেছিলেন। স্বাধীনতার প্রশ্নে কোটি কোটি ভারতবাসীর অন্তরের কথা যেন সুভাষের কণ্ঠেই ধ্বনিত হল। দেশবাসী কংগ্রেস সভাপতি পদে তাকে সমর্থন দিয়ে জয়যুক্ত করলেন, ব্রিটিশদের কাছে ক্রমেই বিজ্জনক হয়ে উঠতে থাকলেন সুভাষ। আপসকামী রাজনীতিবিদদের কূটচালে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি পদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হলেও পদত্যাগ করতে হল তাকে। একযোগে সুভাষচন্দ্র বসুকে লড়তে হয় ব্রিটিশ ও নিজদেশের ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে

সমানতালে। স্বাধীন বাংলাদেশে একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় বাংলাদেশের জাতির জনককে। কংগ্রেস সভাপতি পদ ত্যাগ করার পর ফের কারারুদ্ধ সুভাষ অনশন শুরু করলেন, অবস্থা বেগতিক দেখে কলকাতার নিজ বাড়িতে অন্তরীন করা হল তাকে। ব্রিটিশের পুলিশ–গোয়েন্দাদের হাজারো চোখে ধুলো দিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। এরপরের ঘটনায় তিনি কেবল ভারতবর্ষের নন, বিশ্বের এক কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামী মহান নেতায় পরিণত হলেন, হলেন সবার প্রিয় নেতাজি।

তৎকালীন বিশ্বের মহাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর প্রধানরা নেতাজি অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে ম্লান হয়ে যেতে থাকলেন। তাকে বরণ করে নিতে থাকেন শ্রদ্ধার আসনে। নেতাজি বিশ্বের ক্ষমতাধরদের কাছ থেকে ভারতমাতাকে উদ্ধারের সমর্থন–সহযোগিতা আদায় করতে বেশি সময় নেননি। শক্তিশালী ব্রিটিশ–মার্কিন যৌথশক্তির বিরুদ্ধে নেতাজির এই যুদ্ধে আরেক ক্ষমতাধর জাপানসহ বেশকিছু দেশ পাশে থাকলেও তাঁর মূলশক্তি ছিল দেশপ্রেমের, সততার ও আদর্শের। সামরিকভাবে শক্তিশালী পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে নিরস্ত্র বাঙালির সংগ্রামে শেখ মুজিবেরও অস্ত্র ছিল দেশপ্রেমের মন্ত্র। নেতাজি তাঁর গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সেনার অন্তরের সেই আদর্শের বীজ যথাযথভাবে রোপণ করতে পেরেছিলেন। সেই যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের ২৬ হাজারেরও অধিক সৈন্যের শহীদি মৃত্যু সহ বহু বীরত্বগাঁথা ইতিহাসে ঠাঁই পায়নি।

জাপানের সহায়তায় নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে অভূতপূর্ব সাফল্য পায়। রক্তক্ষয়ী সেই যুদ্ধে ব্রিটিশদের পরাভূত করে মনিপুর–আন্দামান ও নিকোবর (নেতাজি যার নাম দেন শহীদ দ্বীপ' ও স্বরাজ দ্বীপ) সহ বিস্তীর্ণ ভারতভূমি অধিকার করে আজাদ হিন্দ ফৌজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেই সময়ে জাপানের আত্মসমর্পণ নেতাজির লড়াইয়ে ছন্দপতন ঘটায়। কিন্তু দেশজুড়ে গণমানুষের মাঝে যে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ তিনি ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন তা ব্রিটিশদের বিতাড়নের পথকে প্রশস্থ করে। স্বাধীনতার প্রশ্নে গণজোয়ারের সঙ্গে নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ শুরু হয়। ফলশ্রুতিতে দেশভাগের মত সুদূরপ্রসারী সর্বনাশ করে ভারত ছেড়ে যায় ব্রিটিশরা। তবে রেখে যায় তাদের অনুগত দোসরদের, যারা নেতাজিকে মৃত প্রতিপন্ন করার চক্রান্তে মেতে উঠে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রকাশ্যে শারীরিক অনুপস্থিতির (১৯৪৫–এর পর থেকে) সাত দশক পেরিয়ে বহু তথ্য বহু কল্পকাহিনী ডানা মেলেছে। তাঁর বেঁচে থাকার বহু তথ্য প্রকাশ্যে এলেও নেতাজি মৃত' এমন প্রামাণ আজও অনুপস্থিত। অপরদিকে, স্বাধীন দেশে মাত্র চার বছরের মাথায় উচ্চবিলাসী সেনা সদস্যদের হাতে সপরিবারে প্রাণ দিতে হয় বঙ্গবন্ধুকে।

এরপর চারের পাতায়

GST NO : 19ACFPL05531 IZF

Bharat Builders

(Suppliers & Construction)

PROP. - CHHARAUDDIN LASKAR

Vill - Simultala
(Hospital More),
P.O. - Kanthalberia,
P.S.- Basanti,
Dist - 24 Pgs, (S),
Pin-743329, West Bengal.
E-mail : matiafuel@gmail.com
Mobile No. - 9732520105

Govt. Contractor & General Order Supplier

জানুয়ারিতে জটিল জল্পনায় জর্জরিত হচ্ছে শেয়ার বাজার

অর্থনীতি

পার্থসারথি গুহ

কিছুদিন ধরে একটা কথা শোনা যাচ্ছিল যে ১৭–র মতো অতটা ভালো থাকবে না ২০১৮–র শেয়ার বাজার। বিশেষ করে ২০১৭ তে যেভাবে মিডক্যাপ ও স্মলক্যাপের রমরমা শুরু হয়েছিল তা এবার না থাকার পক্ষেই রায় দিচ্ছেন বহু বিশেষজ্ঞ। যদিও সবাই এই মতের শরিক হচ্ছেন না মোটেই। তাঁদের বক্তব্য, ভারতের শেয়ার বাজার ও এদেশের অর্থনীতির যে গ্রোথ রয়েছে তাতে ১৮ তেও অদম্য থাকবে স্টক মার্কেট। আর তার পক্ষে কিছু যুক্তিযাক্তা সাজাচ্ছেনও তাঁরা। তবে এদের সবার মতের বাইরে গিয়ে একটা কথা বলা ভালো কোটাক গ্রুপের কর্ণধার উদয় কোটাক কিন্তু ভারতের অর্থবাজারের আপাত বৃদ্ধি নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান। তাঁর মতে এবার নিশ্চিতভাবে কারেকশনের বৃত্তে প্রবেশ করবে শেয়ার বাজার। বিশেষ করে এতটা বাড়ার পর অত্যন্ত স্বাভাবিক কারেকশনের পক্ষেই রায় দিচ্ছেন তিনি।

প্রশ্ন হল, এই কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? অর্থাৎ তাতে কি নড়ে উঠবে স্টক মার্কেটের শক্তিশালী ভিত্তি। পাশাপাশি ক্রুড অয়েলের দামে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এই বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন কোটাক সাহেব। তেলের পাশাপাশি সোনার দামে ফের উত্তরণ আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, ইক্যুটি বা শেয়ার বাজারের বাজারের টাকা বোধহয় এবার স্থানান্তরিত হয়ে কমোডিটি অঞ্চলে ঢুকতে চলেছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোণা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়।

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা বড়রকমের দোলাচল কাজ করছে ট্রেডারদের মধ্যে। বিশেষ করে দেশি সাহেব বা ডোমেস্টিকরা বছরের প্রথমে বেচুবাবুকে হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাজেট পর্যন্ত তাদের এই মুড বজায় থাকলেও পরে তারা ফের ক্রেতা হয়ে উঠবেন এটা নিশ্চিত। তাই এখনই খুব বেশি চিন্তা না করে সাধারণ লগ্নিকারীদের মুনাফা পেলে তা উঠিয়ে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরে বাজেট দেখে আবার পরিপূর্ণভাবে বাজারে প্রবেশ করতে হবে বলে নিদান তাঁদের।

আরও একটা দিক যেটা আগামীতে ভারতের শেয়ার বাজারের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে তা দেশের আর্থিক বাজেট। যতদূর সম্ভব খবর সামনের বছরের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০১৮–র বাজেট হয়ে উঠতে পারে জনমুখী। সেক্ষেত্রে সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর সংস্কারমুখী বাজেট না হয়ে জনমুখী বাজেট হলে তাতে বিদেশিদের বিক্রির হার যে অনেকটাই বাড়বে তা বলাবাহুল্য। সেক্ষেত্রে অন্য একটা যুক্তিও অবশ্য আছে বুলদের হাতে। তাঁদের বক্তব্য, এখন ভারতের বাজারের সংজ্ঞা অনেকটাই পালটে গিয়েছে। বছরখানেক ধরে এখানে বিদেশিরা আর নিয়ন্ত্রক থাকছেন না। বাজারে রাজত্ব করতে দেখা যাচ্ছে দেশি ফান্ড বা ডোমেস্টিকদের। দেশি বাবুদের এই রমরমার জমানায় বিদেশিদের বিক্রি কতটা প্রভাব ফেলবে তা লাখ টাকার প্রশ্ন। এর পালটা একটা যুক্তিও অবশ্য হাতের কাছে মজুত আছে। সেই তথ্য বলছে, বিদেশিরা যে পেস বা ভলিউমে বিক্রি করেন তার ধারেকাছে যদি তাদের সওদা (অবশ্যই বেচা) শুরু হয় তাহলে ভারতের বাজারের কপালে আরও অনেক দুঃখ নেমে আসতে পারে। সেদিকটায় অর্থাৎ বিদেশিদের কেনা–বেচার ভলিউমের দিকে তাই আপাতত সজাগ দৃষ্টি রাখবে শেয়ার বাজার। বস্তুত কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই বিদেশিরা ছিলেন ভারতীয় বাজারে কর্তৃত্বকারী বা নিয়ন্ত্রক। সেই ব্যাটন আপাতত হস্তান্তরিত হয়ে ডোমেস্টিক বা ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ডের হাতে এসেছে।

এতকিছু বিপদসঙ্কুল সম্ভাবনা থাকলেও যেভাবে মর্গ্যান স্ট্যানলি, মুডিজের মতো শেয়ার বাজারের রেটিং নির্ণয়কারী সংস্থা ভারতীয় অর্থবাজারের ওপর আস্থা পোষণ করছেন, বিশ্বব্যাঙ্ক যেভাবে ভারতের বৃদ্ধি নিয়ে আশাপ্রকাশ করছেন ও সর্বোপরি যে বিশাল টার্গেট নিফটি ও সেনসেক্সের জন্য এই দুনিয়া খ্যাত সংস্থাগুলি বেঁধে দিচ্ছে তাতে আবার নেতিবাচক ভাবতেই ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে ভয় ভয় হাতের শেয়ার তো বেচেবুচে দিলাম। তারপর ফের বুলরা বাজার ওপরের দিকে টেনে নিয়ে যাবে না তো।

জীবনবিমায় কেরিয়ার এজেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছু কেরিয়ারে এজেন্ট নেবে জীবনবিমা নিগমের ইন্টার্ন জোনাল অফিস (কলকাতা)। কাজ করতে হবে কলকাতা, দমদম, সল্টলেক, খড়দহ–সহ বিভিন্ন এলাকায়।

যে–কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরাই আবেদন করতে পারেন। ২৭–১–২০১৮ তারিখে বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফসিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী এবং অভিজ্ঞ প্রার্থীরা বয়সে ৫ বছরের ছাড় পাবেন।

কেরিয়ার এজেন্টরা প্রথম তিন মাস মাসিক ১,২৫০ টাকা করে এবং তার পরবর্তী ২ বছর ৯ মাস ২,৫০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড পাবেন। এছাড়াও ব্যবসার ওপর আকর্ষণীয় কমিশন, স্কুটার–বাইকের মতো যান কেনার জন্য অগ্রিম টাকা পাওয়া যাবে।

আগ্রহীরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সঙ্গে নিয়ে কেরিয়ার এজেন্টস ব্রাঞ্চে গিয়ে সরাসরি দরখাস্ত জমা দিয়ে আসতে পারেন। আবেদন করতে পারেন যে কোনও জেলার তরুণ–তরুণীরাই।

দরখাস্ত করার জন্য দরকার হবে এইসব নথিপত্র : * প্রার্থীর তিন কপি ফটো * মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ও মার্কশিটের নকল * উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিটের নকল * স্নাতকের মার্কশিটের নকল * প্যান কার্ড, ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড ও আধার কার্ডের নকল * প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের নকল।

দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহ করে সরাসরি জমা দেওয়া যাবে এই ঠিকানায় : কেরিয়ার এজেন্টস ব্রাঞ্চ, হিন্দুস্তান বিল্ডিং

কাজের খবর

(অ্যানেক্স), ৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা– ৭০০ ০৭২। ফোন : ২২১২ ৪৫৮০। পূরণ করা দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৭ জানুয়ারি। যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও সেগুলির নকল সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

এল আই সি–র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (কেরিয়ার এজেন্টস ব্রাঞ্চ) সন্দীপ ব্যানার্জি জানালেন, স্নাতক উত্তীর্ণ তরুণ–তরুণীদের কাছে কেরিয়ার এজেন্ট পেশাটি খুবই সম্ভাবনাময় যদি তাঁরা পরিশ্রম–বিমুখ না হন। প্রয়োজনে সন্দীপ ব্যানার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ৯৭৪৮১২৭১২৯। এছাড়াও যোগাযোগ করতে পারেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সোমনাথ চৌধুরির সঙ্গে এই নম্বরে : ৯৮৩০০৬৫৭৬৩। বিশদ তথ্যের জন্য উপরোক্ত ঠিকানা ছাড়াও যোগাযোগ করতে পারেন এই ব্রাঞ্চ অফিসগুলিতে : সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, সিএবি–১, কুইন্স ম্যানসন, রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা–৭১। ফোন : ২২২৯ ৪৭৩৩/৯৫৩১৮৫৬৩২৬। সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এল আই সি অব ইন্ডিয়া, সি এ বি–২, জীবন সুধা, ষষ্ঠ তল, ৪২ সি চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা–৭১। ফোন : ২২৮৮ ৯৯৩৯/৯৪৩৩১ ৬৭৯৮০। সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, সি এ বি, সিএফ–১৬৩, সেক্টর–১, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা–৬৪। ফোন : ২৩৫৮ ৮০৪৯/৯৪৩৩০২১৩৬০। সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, সি এ বি বরানগর, ৪৬/১/সি, বি টি রোড, কলকাতা–২। ফোন : ২৫৫৭ ২৪২২/৯৫৬৪৪৬০৭৯৫।

ব্যাঙ্কে ট্রেনিং দিয়ে ৪৫০ প্রবেশনারি অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রশিক্ষণ দিয়ে ৪৫০ জন প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ করবে কানাড়া ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ফিনান্সের ১ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে করাবে মণিপাল গ্লোবাল এডুকেশন সার্ভিস বা নিট্টে এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল (এনইআইপিএল)। পড়ানো হবে যথাক্রমে ব্যাঙ্গালোর বা ম্যাঙ্গালোর। এর মধ্যে কানাড়া ব্যাঙ্কের কোনও শাখায় ৩ মাসের ইন্টার্নশিপ করতে হবে। সফলভাবে কোর্স শেষের পর নিয়োগ হবে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল ওয়ানে। তখন ২ বছরের প্রবেশন। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CB/RP/2/2017.

মোট শূন্যপদ : ৪৫০টি (সাধারণ ২২৭, তফসিলি জাতি ৬৭, তফসিলি উপজাতি ৩৫, ওবিসি ১২১)। এর মধ্যে ৫টি করে শূন্যপদ অস্থি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৪টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় ৬০ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর সহ স্নাতক।

বয়স : ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২–১–১৯৮৮ থেকে ১–১–১৯৯৮–এর মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

কোর্স ফি : ব্যাঙ্গালোরের ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা এবং ম্যাঙ্গালোরের ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। ব্যাঙ্ক থেকেই শিক্ষাঋণ পাওয়া যাবে।

সফলভাবে কোর্স শেষে নিয়োগের পর বেতনক্রম ২৩,৭০০–৪২,০২০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি অনলাইন পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাই করবে ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আই বি পি এস)। অনলাইন পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ৪ মার্চ। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল : বৃহত্তর কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর, হুগলি, কল্যাণী এবং শিলিগুড়ি। ২০ ফেব্রুয়ারির পর থেকে পরীক্ষার কল লেটার ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.canarabank.com

অনলাইন পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন আসবে রিজনিং (৫০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৫০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর) এবং জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস (৫০ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ২ ঘন্টা। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.canarabank.com প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো (জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে সই করা (জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করার সময় রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৭০৮ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১১৮ টাকা)। অনলাইনে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড অথবা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে।

ফি জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্টের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রামকৃষ্ণ মিশনে হাতের কাজের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওয়েল্ডিং (গ্যাস, ইলেক্ট্রিক ও আর্ক), টিগ ও মিগ এবং মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং ও মেন্টেন্যান্সের প্রশিক্ষণ দেবে রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষামন্দির।

ওয়েল্ডিং ও মোবাইল ফোন রিপেয়ারিংয়ের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬ মাস। টিগ ও মিগের প্রশিক্ষণ ৩ মাসের। অন্তত ক্লাস এইট পাশ ছেলেরা প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। টিগ–মিগের ক্ষেত্রে ওয়েল্ডিংয়ের প্রশিক্ষণ নেওয়া থাকতে হবে।

ওয়েল্ডিংয়ের ক্লাস সপ্তাহে ৪ দিন, টিগ ও মিগ এবং মোবাইল ফোন রিপেয়ারিংয়ের ক্লাস সপ্তাহে ৩ দিন।

ক্লাস শুরু ২৪ জানুয়ারি থেকে। আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে ভর্তি হওয়া যাবে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত।

সব ক্ষেত্রের ভর্তির ফি ৩ হাজার টাকা। টিগ ও মিগের ক্ষেত্রে কোনও মাসিক ফি নেই। অন্য দুটি কোর্সের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ফি ১৫০ টাকা।

সরাসরি প্রতিষ্ঠানের অফিসে গিয়ে ভর্তি হওয়া যাবে। ঠিকানা ; রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া–৭১১ ২০২। ফোন : ওয়েল্ডিং ও টিগ–মিগের ক্ষেত্রে ৯০৯১৬৬০৩৫৩ এবং মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং কোর্সের ক্ষেত্রে ৯৯৩২২ ৪১৫৫৮। অফিসের ফোন : ২৬৫৪ ১১৪৫।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২০ জানুয়ারি – ২৬ জানুয়ারি, ২০১৮

মেষ : মনের উদ্যম থাকলেও মাঝে মাঝে অবসাদ আসবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা ভাল। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

বৃষ : শিক্ষায় অমনোযোগিতার জন্য মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। পতি বা পত্রীর স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

মিথুন : একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে চললে আপনি লাভবান হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান হতে হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আয় মোটামুটি হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে অবহেলা করবেন না। মনের মধ্যে বিভিন্নরকম সন্দেহ বাসা বাঁধতে পারে, মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে নতুনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুন তাতে আপনার ভাল হবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

সিংহ : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আপনার শিল্পীবোধ অন্যকে আকৃষ্ট করবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ বাধা বিঘ্ন আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। কিন্তু অর্থ আসবে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ।

কন্যা : বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়েও সফলতা পাবেন। মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে সমর্থ হবেন। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করলে যথেষ্ট ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

তুলা : কর্মস্থলে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। পূর্ব পরিকল্পিত কাজগুলি সুন্দর ভাবে করতে সক্ষম হবেন। বয়স্করা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : সন্দেহের বশে অন্যকে কটু কথা বলবেন না। ভ্রাতা বা ভগ্নীর দ্বারা উপকৃত হবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে সফলতা আসবে। ব্যবসায়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়।

ধনু : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। জপ, ধ্যানের দ্বারা শান্তি আনতে হবে। শরীর ভাল যাবে না, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়ার যোগ রয়েছে।

মকর : মনের উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলুন সফলতা আসবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। যাঁরা জমিজমা কাজে লিপ্ত তা ভাল ফল পাবেন অর্থাৎ লাভবান হবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিরঃপীড়ায় বা চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কুম্ভ : প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। খুব চিন্তা–ভাবনা করে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। জেদের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করতে যাবেন না। পড়াশুনায় ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মযোগ শুভ।

মীন : লেখাপড়ায় ভাল ফল পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কর্মে উন্নতি বা নতুন কর্ম লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

শব্দবার্তা ৬৩

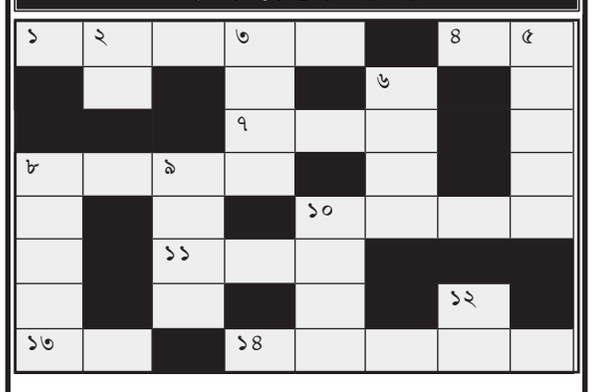

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। ইনি অবিবাহিত ৪। পল্লি, পাড়াগাঁ ৭। পেশ, উপস্থিত, সামিল ৮। রঙ্গালয়ে অভিনেতাদের পোশাক পরবার কক্ষ ১০। দুর্বল ১১। শূদ্র, অধার্মিক ১৩। উলঙ্গ ১৪। যতদিন জীবন থাকবে ততদিন।

উপর–নীচ

১। কৃষকের কর্ম ৩। বিশ্বাসঘাতক ৫। অন্যতম যোগাসন ৬। স্বপক্ষীয় লোকজন ৮। অল্প বুদ্ধি ৯। মেঘে ঢাকা ১০। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ১২। '— নবীনের গাহিয়া গান'।

সমাধান : শব্দবার্তা ৬২

পাশাপাশি : ১। আলুই ৩। রামনাথ ৫। তিরাশি ৬। রদ ৭। বরজ ৯। শিক ১১। বাহ ১৩। ময়না ১৫। খাদ ১৭। বোরখা ১৯। চালচালা ২০। কলত্র।

উপর–নীচ : ১। আশৈশব ২। ইতি রাশি রাশি ৪। নাচার ৮। জবা ১০। কম ১২। হরবোলা ১৪। নামমাত্র ১৬। দখল ১৮। খাক।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বজবজ পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান গণেশ ঘোষের পত্নীবিয়োগ

লাবণ্য ঘোষ

গত ১২ জানুয়ারি ২০১৮ শুক্রবার সজ্ঞানে বজবজে নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন বজবজ পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান গণেশ ঘোষের পত্নী লাবণ্য ঘোষ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। রেখে গিয়েছেন তাঁর দুই পুত্র যথাক্রমে শুভময় ঘোষ ও শুভ্র ঘোষ এবং এক কন্যা শ্রাবণী তালুকদার, জামাতা ত্রিদীপ তালুকদার ও নাতি শৌনক ঘোষ ও নাতনী তীর্ণা তালুকদার এবং পুত্রবধূদ্বয় কৃষ্ণা ঘোষ ও তপতী ঘোষ ও অসংখ্যা শুভানুধ্যায়ীদের। তাঁরা সকলেই প্রয়াত লাবণ্য ঘোষের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

লাবণ্যদেবী ছিলেন স্নেহ ও দানশীলা সঙ্গীতজ্ঞা মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্বতন ২৪ পরগনা জেলার রানাঘাটের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সমসাময়িক ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ঘোষের সুবংশে জন্মগ্রহণ করেন লাবণ্য ঘোষ। পিতা মনমোহন ঘোষ ও মাতা প্রমীলা ঘোষের একমাত্র কন্যা ছিলেন লাবণ্য। ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মুর্শিদাবাদ নবাব বাড়ির ও কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির চিকিৎসক ছিলেন। ঘোড়ার গাড়ি করে বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা করতে যেতেন। সেই সময় রানাঘাটে খুব বড়ো স্কুল কলেজ ছিল না, তাই নাতি–নাতনিদের লেখাপড়ার জন্য ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্যামবাজারে বিপিন মিত্র লেনে একটি বাড়ি ভাড়াটে সমেত খরিদ করে রাখেন। পরবর্তী সময়ে ৬ নম্বর কালীঘাট রোডে মামার বাড়িতে চলে আসেন লাবণ্যরা। রমেশ মিত্র স্কুলে পড়াশুনো করেন। পাশাপাশি সঙ্গীত চর্চায় মনোনিবেশ করেন। অখিলবন্ধু ঘোষের কাছে সঙ্গীতের হাতে খড়ি। ১৯৫০ সালে অল বেঙ্গল মিউজিক কমপিটিশনে সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারায় পুরস্কৃত হন। এছাড়া মুরারী স্মৃতি সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নির্মলা মিশ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বড়মামা ডাক্তার রমেশ ঘোষ প্রেসিডেন্সি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর ভাগ্নীকে কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য নিয়ে যেতেন। রাণী রাসমণির বাড়িতেও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন লাবণ্য।

১৯৫৭ সালে বজবজের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সংগঠক গণেশ ঘোষের সঙ্গে বৈবাহিক জীবনে বাঁধা পড়েন। বজবজ পাবলিক লাইব্রেরির নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটনে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন লাবণ্য ঘোষ এবং বজবজের সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক জগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটল। পরবর্তী সময়ে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সুপ্রীতি ঘোষের কাছেও সঙ্গীতচর্চা শুরু করেন তিনি এবং তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন আসরে গান পরিবেশন করেন। বজবজ পাবলিক লাইব্রেরিতে ঋতুরঙ্গ, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি নৃত্যনাট্য পরিচালনা করেন তিনি। খুব শীঘ্রই বজবজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ভাষা দিবসের একটি অনুষ্ঠানে 'মোদের গরব মোদের আশা' সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলের প্রশংসা পান। বাটা কোম্পানি পরিচালিত 'সারা বাংলা শিল্প শ্রমিকদের পারিবারিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়' অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ (লখনৌ) সঙ্গীত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিজ বাসভবনে স্থাপন করেছিলেন। শারীরিক কারণে সঙ্গীত চর্চা বন্ধ হয়ে গেলেও সঙ্গীত জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে অংশগ্রহণ করতেন। পশুপক্ষী প্রকৃতি প্রেমী হিসাবেও অনবদ্য ছিলেন লাবণ্য ঘোষ। প্রতিটি জীবকেই শিব জ্ঞানে সেবা করতেন। স্নেহশীলা ও দানশীলা হিসাবে সকলের প্রিয় পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। পুরীতে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে একান্ত নির্জনে লাবণ্য ঘোষ গাইছিলেন 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে'।

সেই গান শোনেন নীলাচলে মহাপ্রভু চলচিত্রের পরিচালক কার্তিক বসু। সেই সময়ে অসীম কুমারকে নিয়ে পুরীতে শ্যুটিং করছিলেন তিনি। কার্তিক বসু গণেশবাবু এবং তার স্ত্রীকে শ্যুটিং দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানান। পরবর্তী সময়ে কার্তিক বসু লাবণ্য ঘোষকে চলচিত্রে অভিনয় করার জন্য প্রস্তাব দেন। কিন্তু সংসারের স্বার্থে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন লাবণ্য ঘোষ। তাঁর মামা মহেশ ঘোষ অঙ্কে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন। আশুতোষ কলেজে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। বড় মামার মেয়ে ভারতী ঘোষ ছিলেন আইপিএস।

লাবণ্য ঘোষ মোহনবাগান ক্লাবের পরিচালনায় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং জামাতা আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়। লাবণ্য ঘোষ বিবেকানন্দ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

মাদার টেরেজার সঙ্গে লাবণ্যদেবী ও তাঁর স্বামী গণেশ ঘোষ

লাবণ্য ঘোষ সংসারের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ছিলেন বিশেষত নিজের শ্বশুর ও শাশুড়ির প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ও সেবাপরায়ণ ছিলেন।

সৌজন্যে

স্বামীজী এন্টারপ্রাইজ
HPCL LPG Gas Dealer
319/1 বীরেন রায় রোড
কলকাতা–৬১

স্বামীজী সুইটস
3/1 দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড
বজবজ, কলকাতা–১৩৭

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ২০ জানুয়ারি – ২৬ জানুয়ারি, ২০১৮

আগে শিল্প, পরে উৎসব

ফের একটা শিল্প সম্মেলন প্রত্যক্ষ করল সোনার বাংলা। এল ঝুরি ঝুরি প্রতিশ্রুতির বন্যা। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে জিন্দাল গোষ্ঠী, তৎসহ লক্ষ্মী মিত্তলের মতো বড় মাপের শিল্পপতির আগমনে নিঃসন্দেহে বড় আকার নিল এই শিল্প সম্মেলন। একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠে গেল ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে কখনও কলকাতায় কখনও হলদিয়ায় এরকম অনেক সম্মেলন প্রত্যক্ষ করেছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী শিল্প আনার জন্য ছুটে গিয়েছেন সিঙ্গাপুর থেকে ইংল্যান্ড মুলুকে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু কী আদৌ হয়েছে। কোন শিল্পটা এখানে ঘাঁটি গাড়তে পেরেছে। বরং সরকারের ভুল নীতি ও পরিকল্পনার অভাব ও সিন্ডিকেট বাহিনীর তাণ্ডবে অনেককেই তো এখান থেকে পাততাড়ি গোটাতে হয়েছে। বস্তুত বাম জমানায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বঙ্গে পরিবর্তন যে নিশ্চিতভাবে নতুন আবহ তৈরি করবে তাই স্বাভাবিক ভেবেছিলেন রাজ্যবাসী। বিশেষ করে শিল্প খরার বদনাম যে মা–মাটি–মানুষের আমলে ঘুঁচবে এমন একটা আশা মনের গহনে লালন করতেও শুরু করেছিলেন তাঁরা। বছর বছর বেঙ্গল লিডস বা অধুনা বেঙ্গল মিনস বিজনেস দেখে তাই অনেকে হয়তো আহ্লাদিত হয়েছিলেন, গলেও গিয়েছিলেন।কিছুদিন আগে শিল্প সফরে বিলেত গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখা করেছিলেন স্টিল টাইকুন লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্তলের সঙ্গে। তার অব্যবহিত আগে মুম্বইতে মুখ্যমন্ত্রী হাজির হন ভারতীয় শিল্পমহল জগতের বেতাজ বাদশা মুকেশ আম্বানির বাড়িতে। বলাবাহুল্য, দুটি ক্ষেত্রেই যে আপ্যায়ন মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছেন তা প্রশ্নাতীত। মুকেশ আম্বানির কথাই বলা যাক প্রথমে। মুখ্যমন্ত্রী যখন তাঁর বাড়িতে যান তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে ছিলেন মুকেশের স্ত্রী নীতা আম্বানি। ঘটনাচক্রে ওইসময় আমেরিকায় থাকার কথা ছিল মুকেশেরও। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আসবেন খবর পেয়ে একদিন যাত্রা পিছিয়ে দেন মুকেশ ধীরুভাই আম্বানি। রিলায়েন্সের কর্নধারের এই সৌজন্যের পাশাপাশি উল্লেখ করতে হচ্ছে ইস্পাত শিল্পের সর্বাধিনায়ক লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্তলের কথাও। বস্তুত ইংল্যান্ডে মিত্তল সাহেবের বাড়ি সটান হাজির হয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সেই সৌজন্য ষোলোআনা ফিরিয়ে দিয়ে অতি সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে সস্ত্রীক ঘুরে যান এই স্টিল টাইকুন লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্তল। হয়তো আগামীতে এই রাজ্যে তেমন কোনও সম্ভাবনার অঙ্কুর প্রত্যক্ষ করেছেন মিত্তল সাহেব। তাই তাঁর মমতা–সাক্ষাতে এত উদগ্রীব হয়ে ওঠা। যদিও রাজ্যে যদি শিল্প আসে, আর তা যদি মিত্তলের মতো হেভিওয়েটের হাত ধরে হয় তবে তাকে স্বাগত জানাতে সবার আগে অগ্রসর হবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীই। সেক্ষেত্রে রাজ্যের লাভও বিশাল। এ রাজ্যে এত বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ তো সবসময়ই স্বাগত। টাটা বিদায়ের জন্য যাঁরা কথায় কথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গাল পাড়েন, সেই তাঁরাও বোঝেন শিল্পের প্রয়োজনীয়তা। এটা ঠিক রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ৬ বছর কেটে গেলেও শিল্পের ভাঁড়ার শূন্যই থেকে গিয়েছে। সুদীর্ঘ বাম আমলে একরকম মরুভূমিতে পরিণত হওয়া শিল্প বন্ধ্যা পরিস্থিতিকে পালটাতে রাজ্যে শিল্পায়নের জোয়ার আনতেই হবে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

সেই রাত্রে ওই চারিটি লোক অনাহারে মরিয়া গেল। ওইছাতুর গুঁড়া কিন্তু মেঝেয় পড়িয়াছিল। যখন আমি উহার উপরে গড়াগড়ি দিলাম, তখন আমার অর্ধেক শরীর সোনালী হইয়া গেল, আপনারা সকলে তো ইহা দেখিতেছেন। সেই অবধি আমি সমগ্র জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, আমার ইচ্ছা যে এইরূপ আর একটি যজ্ঞ দেখিব। কিন্তু আর সেরূপ যজ্ঞ দেখিতে পাইলাম না। আর কোথাও আমার শরীরের অপরার্ধ সুবর্ণে পরিণত হইল না। সেইজন্যই আমি বলিতেছি, ইহা যজ্ঞই নয়।

ভারত হইতে এরূপ স্বার্থত্যাগ ও দয়ার ভাব চলিয়া যাইতেছে, মহৎ ব্যক্তিগণের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, নতুন ইংরেজি শিখিবার সময় আমি একটা গল্পের বই পড়িয়াছিলাম। উহাতে একটি গল্প ছিল কর্তব্যপরায়ণ বালকের গল্প, সে কাজ করিয়া যাহা উপার্জন করে, তাহার

কতকাংশ তাহার বৃদ্ধা জননীকে দিয়াছিল। বইয়ের তিন চার পৃষ্ঠা ধরিয়া বালকের এই কাজের প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অসাধারণত্ব ধরিতে পারে না। এখন পাশ্চাত্য দেশের ভাব– 'প্রত্যেকেই নিজের জন্য' শুনিয়া আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিতেছি। এ দেশে এমন লোক অনেক আছে, যাহারা নিজেরাই সব ভোগ করে, বাপ মা স্ত্রী পুত্রদিগের একেবারে ভাসাইয়া দেয়। কোথাও কখনো গৃহস্থের এরূপ আদর্শ হওয়া উচিত নয়।

এখন তোমরা বুঝিতেছ, কর্মযোগের অর্থ কি। উহার অর্থ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও মুখটি বুজিয়া সকলকে সাহায্য করা। লক্ষ লক্ষ বার লোক তোমাকে প্রতারণা করুক, কিন্তু তমি একটি প্রশ্নও করিও না, এবং তুমি যে কিছু ভাল কাজ করিতেছ, তাহা ভাবিও না। দরিদ্রগণকে তুমি যে দান করিতেছ, তাহার জন্য বাহদরি করিও না, অথবা তাহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা আশা করিও না.

আলভিদা চণ্ডী

সাদা কাগজের ওপর কালো রেখায় রাজনীতি থেকে সমাজের দর্পণ হয়ে উঠেছিলেন যিনি সেই চণ্ডী লাহিড়ী চলে গেলেন বাঙালির মনের আঙিনা থেকে। তবে তাঁর কলমের ব্যাঙ্গ চিরকাল পাথেয় হয়ে থাকবে সংবাদমাধ্যমের পাতায়। আলিপুর বার্তার শুভানুধ্যায়ী চণ্ডী লাহিড়ীর আত্মার প্রতি জানাই শ্রদ্ধা।

ইতিহাস কংগ্রেসে নেতাজি ব্রাত্য কেন?

নির্মল গোস্বামী

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শোরগোল উঠেছে— 'গেল গেল রব। কী গেল, না দেশের ইতিহাসকে মুছে নরেন্দ্র মোদী সরকার নতুন ইতিহাস রচনা করতে চাইছে। লাল–কালো–সাদা–হলুদ সবকে গেরুয়া (হিন্দিতে ফাগুয়া) রঙে রাঙিত করতে চাইছে। গান্ধি পরিবারের সংগ্রামময় ইতিহাসকে তারা হেয় করতে চাইছে। তারা তাজমহলের শিল্প সুষমাকে গুরুত্ব দেয় না। সাভারকার দীনদয়াল আর শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া তাদের চোখে আর মনীষী নেই। এই সব অভিযোগে অভিযুক্ত। রাজনৈতিক অভিযোগের চাপান–উতোর শুনতে শুনতে আমরা অভ্যস্ত। অনেকে এইসব নিয়ে আলোচনা করে না। কিন্তু কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে অনেকে এইসব নিয়ে আলোচনা করে না। কিন্তু ইতিহাস কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে যখন একই অভিযোগ ওঠে তখন একটু খটকা লাগে বই কি। সদ্য ভারতের ইতিহাস কংগ্রেসের সম্মেলন হয়ে গেল কলকাতায়। আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী থেকে ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতি ইফরান হাবিব প্রত্যেকের গলায় একই অভিযোগের সুর শোনা গেল। দেশে ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা চলছে যা দেশের ইতিহাসের পক্ষে বিপদজনক।

ইতিহাস কংগ্রেস তো আর রাজনৈতিক দল নয় যে অভিযোগকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যাবে। একজন বাঙালি হিসাবে ইতিহাস কংগ্রেসের কাছে প্রশ্ন ইতিপূর্বে যত সরকার এসেছে তাদের মদতে যথাযথ সত্য ইতিহাস কি লেখা হয়েছে? অতীত ভারতের গৌরব না হয় ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু আধুনিক ভারতের ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস কি তুলে ধরা হয়েছে? স্কুল কলেজের ইতিহাস বইয়েতে কী যথাযথ বর্ণনা হয়েছে নেতাজির সংগ্রামে বীরগাঁথা? মুখ্যমন্ত্রী ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ করছেন, অথচ তাঁরই রাজ্যের মাধ্যমিক পাঠ্যসূচি নেতাজিকে বর্জন করেছে। এটা কি ইতিহাসের স্বচ্ছ চর্চা। যদি প্রশ্ন করা যায় রশিদ আলি কে ছিলেন? কলকাতার বুকে রশিদ আলি দিবস পালন হয়েছিল কেন? এর উত্তর কতজন মানুষ জানে? অধিকাংশই জানে না। কারণ জানতে দেওয়া হয় না। কেন জানতে দেওয়া হয় না? না তার সঙ্গে নেতাজি বা আজাদ হিন্দ ফৌজের যোগ আছে যে। রশিদ আলি দিবসের কথা ইতিহাসে লিখতে গেলে নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর কথা জেনে যাবে যে ছাত্রছাত্রীরা বা আমাদের উত্তর পুরুষরা। ১৯৪৬ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ ধরা পড়া রশিদ আলিকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করে যাবজ্জীবন কারদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। এই ঘোষণা শুনে মুহূর্তে সারা ভারতবর্ষ গর্জে উঠল। যিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন তিনি যুদ্ধ অপরাধী হয় কী করে? এই প্রশ্নে উত্তাল হল ভারতবাসী। ব্রিটিশ সরকার ভয় পেল। তারা সাজা কমিয়ে সাত বছরের জেল করল। তাতেও শান্ত হল না ভারতবর্ষ। কলকাতায় ১০–১৫ ফেব্রুয়ারি টানা গণ–প্রতিবাদ হল। ১১ ফেব্রুয়ারি মশাল মিছিল হল কলকাতার রাজপথে। মিছিলে গুলি চলল, পুলিশের গাড়ি পুড়ল। ১২ ফেব্রুয়ারি 'রশিদ আলি দিবস' পালন করা হল। হিন্দু–মুসলমান ঐক্যবদ্ধ আজাদ হিন্দ সৈনিকের মুক্তির দাবিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ডালহৌসি স্কোয়ারে জড় হল। দিল্লি, লাহোর, মাদ্রাজ, মুম্বাই প্রভৃতি শহরে এই আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ল।

এই ইতিহাস কি পড়ানোর প্রয়োজন নেই? জাত ভুলে– ধর্মভুলে রাজনীতি ভুলে মানুষ ঐক্যবদ্ধ কেবল মাত্র একটা নামের জাদুতে– তাহল নেতাজি।

এর আগে ১৯৪৫ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর আজাদ হিন্দ সৈন্যদের বন্দি শিবির এক নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল যা মুষ্টিমেয় কিছু নেতাজি আগ্রহী মানুষ ছাড়া আর কেউ জানে না বা আজও জানতে দেওয়া হয় না। আজ পর্যন্ত কোনও ইতিহাস কংগ্রেসের এই ঘটনার কথা শোনা যায় নি।

ঘটনাটি ছিল এই রকম। উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরের কাছাকাছি একটা জায়গার নাম ছিল নীলগঞ্জ। এখানে নীলচাষ হত তার থেকেই নীলগঞ্জের নাম হয়। এখানে এক নীলকর সাহেবের বাগান ছিল। এই বাগানে টিনের ছোট ছোট শেড করে ৩০০০ আজাদ হিন্দ সৈন্যদের রাখার জন্য বন্দি শিবির বানানো হয়ে ছিল।

আজাদ হিন্দ সৈন্যদের বন্দি শিবিরে চলত অকথ্য অত্যাচার। কারণ তারা নেতাজির নামে জয়ধ্বনি দিত। এই সব বন্দি সেনাদের ব্রিটিশরা তিন ভাগে ভাগ করেছিল। ব্ল্যাক মানে তারা বিপদজনক। গ্রে–কম বিপদজনক, হোয়াইট–মানে এরা ব্রিটিশের অনুগত। বন্দি শিবিরে চলত অকথ্য অত্যাচার। সুভাষ কোথায় আছে তা জানতে চাইত। ১৯৪৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ঘটল সেই ঘটনা। সৈন্যরা নেতাজির নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে চিৎকার করে বলল ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল অত্যাচারী ইংরেজদের বলুক। বুলেটে ঝাঁঝরা হল ১৫০০ সৈন্যের বুক। ভারত মাতার স্বাধীনতার প্রয়াসী ১৫০০ দামাল দেশের ভক্তের বুকের রক্তের স্রোতে বসে গেল বন্দি শিবিরে। এই হত্যাকাণ্ডের কথা ১৫ দিন পর জওহরলাল স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন মাত্র পাঁচ জন মারা গিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনায় এলাকার মানুষ মর্মাহত হয়েছিলেন। রক্তে ভেজা মাটি, চারিদিকে মাংসপিণ্ড ছড়ানো এবং ট্রাকভর্তি বুট দেখে তারা চমকে উঠেছিল। ভোরের আলো ফুটতেই নেয়াই খালে এবং দশবিঘার মাঠে দেহগুলি কবর দেওয়া হয়েছিল।

হিজরী জেনে বন্দিদের উপর গুলি চালনা, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কথা ভারতবাসী জানে কিন্তু নীলগঞ্জের নারকীয় ঘটনার কথা ভারতবাসী জানে না। শুধুমাত্র প্রবীন মানুষদের স্মৃতিতে ধরা আছে বীরত্বের ইতিহাস। ব্রিটিশরা না হয় গণ–আন্দোলনের ভয়ে, রাজ্যপাট হারাবার ভয়ে চেপে গিয়েছিল এই ঘটনা। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সরকার কেন প্রকাশ্যে আনল না এই ঘটনা প্রথমে স্থানীয় ''অর্ঘ্য'' নামে একটি পত্রিকায় ছাপা হয়। পরবর্তী কালে আজাদ হিন্দ শহিদের স্মৃতিরক্ষার দাবি নিয়ে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের কাছে দরবার করা হলেও তা গৃহীত হয় নি। ইতিহাস কংগ্রেসের মঞ্চে যারা নিরপেক্ষ ইতিহাস চর্চার কথা বলেন, তাঁরা কী এই সব ইতিহাসের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন, না কি সরকারের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করার সাহস নেই? আজকে শুধু মোদীকে গালাগাল দিলেই কি ইতিহাসের সব পাপ স্খালন হয়ে যাবে?

আমরা জানি একটা জাতির বীরত্বের ইতিহাস– আত্মত্যাগের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস পড়ে পরবর্তী প্রজন্ম উৎসাহিত হয়, গর্বিত হয়।। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তারা চেষ্টা করে সর্বতভাবে। চরকা কাটার ইতিবৃত্ত থেকে কেমন করে নেতাজি ৭৯ দিন জলের তলা দিয়ে জার্মানের ফিয়েল বন্দর থেকে মাদাগস্কার দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এলেন, তারপর জাপানের ডুব জাহাজে উঠে টোকিও–তে পৌঁছলেন আরও ৭ দিন পরে। সমুদ্রের তলায় মাইন বিছানো। শত্রুপক্ষের রণতরী চারিদিকে পাহারায় রত। একটু অসাবধান হলেই টর্পেড ঝাঁঝরা করে দেবে জাহাজ– সেই রোমহর্ষক অভিযানের ইতিহাস ছাত্রদের পড়ালে গবে তাদের বুকটা ফুলে উঠবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেমন করে শিরদাঁড়া সোজা রেখে লড়াই করতে হয় তা তারা জানবে। কিন্তু তা জানতে না দেওয়ার চক্রান্ত চলছে ৭৫ বছর ধরে। বীরত্বের ইতিহাসকে চাপা দিয়ে একদল ক্ষমতালোভী আপোষকামী নেতাদের ইতিহাসই প্রচার করা হয়েছে। তাদের ইতিহাসই পড়ানো হয়। তাই জাতিও তেমন ভাবে গড়ে উঠেছে। দেশপ্রেম বলে কোন বস্তু কোনও নেতার মধ্যে নেই। সকলেই দল আর ক্ষমতার মদে মত্ত। তা না হলে ২০১৮ সালেও দলিত–এর লড়াই নিয়ে ভোট চাইতে হয়। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা আজও হয় কেন? আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্নেল ছিল আব্দুল আনসারি। তিনি এক জায়গায় বলছেন যে আমি নেতাজিকে দেখেছি, তাই আর ঈশ্বর দর্শন করতে চাই না। নেতাজিই আমার ঈশ্বর। খোদা কসম, কেউ যদি বলে আমার ছেলেকে কুরবানি দিলে নেতাজিকে ফিরে পাব তবে তাতেই রাজি ১৯৪৩ সালে টোকিও রেডিয়োতে প্রচার হল নেতাজি একমাস হল টোকিওর একটি হোটেলে আছেন। খুব শীঘ্রই তিনি ব্যাঙ্ককে গিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। শুধুমাত্র এই খবর শুনে ৩০ হাজার ভারতীয় সেনা ও ইন্দোনেশিয়ার ভারতীয়রা সারা রাত না ঘুমিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচানাচি করে ছিল। সারা রাত বাজী পুড়িয়ে উৎসব করেছে। আর আমাদের দেশের নেতারা নেতাজি তোজোর কুকুর বলে গালি দিয়েছে— সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলে নেতাজির গায়ে কালি ছিটিয়েছে।

ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে? প্রকৃত ইতিহাস না জানার ফলে জাতির উত্তরণও ব্যহত হয়েছে। দুর্নীতি গ্রস্ত নেতা থেকে জনগণ। সর্বত্র লুঠের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। গণতন্ত্রের নামে চলছে চূড়ান্ত স্বৈরতন্ত্র। সমাজ ব্যবস্থা ধ্বসে পড়ছে। মা ছেলের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে। স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাস বাতাবরণ আর নেই। ছোট শিশু কন্যারও নিরাপত্তা নেই কোথাও। সর্বত্র মানুষ রূপী হায়নাদের আনাগোনা। অথচ আমাদের সম্পদ আছে, মেধা আছে, ঐতিহ্য আছে গৌরবময় অতীত আছে– তবুও এতো নিম্নগামীতার একমাত্র কারণ হল সত্য ইতিহাসকে অস্বীকার করার ফল ইতিহাস কংগ্রেসের আশঙ্কাই সত্য। নেতাজি সত্য ইতিহাসকে সম্মিলিতভাবে চেপে দেওয়ার প্রয়াস হয়েছে, তাই এই অবক্ষয় ভারতবাসী। আর একটা ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে ইতিহাসবিদরা নেতাজির ইতিহাস লুকোবার প্রয়াসের বিরুদ্ধে সরব হবেন কি?

বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম ও সুভাষ–মুজিব সম্পর্কের অজানা অধ্যায়

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর গভীর আদর্শিক সম্পর্ক ইতিবৃত্ত স্থান পায়নি ইতিহাসের পাতায়। তবে ২০১২–সালে প্রকাশিত জেলখানায় বসে লেখা শেখ মুজিবুর রহমানের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী'–তে সুভাষ–মুজিবের আদর্শিক সম্পর্কের অনেক চিত্র উঠে এসেছে। যেখানে মুজিব তাঁর তরুণ বয়সে নেতাজির দ্বারা উদ্বেলিত–আলোড়িত হওয়ার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন।নেতাজি–বঙ্গবন্ধু সম্পর্ক নিয়ে সম্প্রতি এক আলাপচারিতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন ইস্টওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের গণমাধ্যম বিষয়ক উপদেষ্টা মোহাম্মদ আবু তৈয়ব, যিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনে। নেতাজির দারুণ অনুরাগী এই গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব জানালেন নেতাজি ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক সম্পর্কের অজানা অনেক অধ্যায়। তাঁর প্রদত্ত তথ্য রীতিমতো আন্দোলিত করার মত। দুই প্রজন্মেও এই দুই নেতাজি অনুরাগীর কথপোকথনের কিছু তুলে ধরলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মোহাম্মদ আবু তৈয়বকে বলছিলাম চলতি বছরের (২০১৭) জানুয়ারিতে প্রয়াত হওয়া নেতাজির সারথি কর্ণেল নিজাম উদ্দিনের কথা। নেতাজির কথা শুনেই শ্রদ্ধায় আপ্লুত হন সত্তরোর্ধ্ব এই গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব। এসময় কলকাতায় দায়িত্ব পালনের সময়গুলোতে ফিরে যান আবু তৈয়ব। নেতাজির মহিমান্বিত জীবনের নানদিক নিয়ে মূল্যবান মন্তব্য তুলে ধরেন তিনি। নেতাজি ও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শগত ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি অবতারণা করেন একটি ঘটনার, যা তিনি শুনেছিলেন কলকাতা ডেপুটি হাইকমিশনে দায়িত্ব পালনের সময়ে একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার মুখে। সেই পুলিশ কর্মকর্তা ব্রিটিশ শাসনামলে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন ব্রিটিশমুক্ত ভারতেও।

মোহাম্মদ আবু তৈয়বের ভাষ্যে, ১৯৯৮ সালের ঘটনা। আমি তখন কলকাতা ডেপুটি হাই কমিশনে প্রেস কাউন্সিলর। সেখানে একজন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার এসেছিলেন– নাম এস কে দে। তিনি একজন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান। তাঁর বাড়ি কলকাতার শহরতলীর হাবড়াতে। তিনি আমাকে একটি ম্যাগাজিন দিতে এসেছিলেন। ম্যাগাজিন দেওয়ার কারণ হল–১৯৭২ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা সফরে গিয়েছিলেন। পুলিশ কর্মকর্তা এস কে দে তখন রাজভবনের বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে।' তিনি আমাকে বললেন, আপনারা অনুসন্ধান করে দেখুন–এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একচল্লিশের সেই শেখ মুজিব কিনা?' তিনি একটি ঘটনা বললেন, সুভাষচন্দ্র বসু তখন এলগিন রোডের বাসায় গৃহবন্দি ছিলেন। তখনও ওই ভবনের নিরাপত্তার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন এস কে দে। তিনি তখন কলকাতা পুলিশের নতুন অফিসার। চাকরি জীবনের প্রথম ওই বাড়ির নিরাপত্তার দায়িত্ব পান। তখন ব্রিটিশের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছিল কিছুসংখ্যক অতিথি নেতাজির সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। নেতাজি নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্তদের তালিকা দিয়েছিলেন। সেই তালিকায় নাম ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের।''

নেতাজি–বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিষয়ক এরকম তথ্য আরও আগ্রহী করে তুলে। তিনি বলে চলছেন, এস কে দে আমাকে বললেন, একদিন তিনি বসা আছেন–সকাল বেলা একটা লম্বা ছেলে পাতলা চেহারা। এসে নেতাজির সঙ্গে সাক্ষা করার জন্য স্লিপ দিল। লিস্টে দেখলো শেখ মুজিবুর রহমানের নাম আছে। নাম জানার পর নেতাজি তাকে ডেকে পাঠালেন। তখনি তিনি তাকে একজন পুলিশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন নেতাজির কাছে। ওই সদস্য দিয়ে চলে আসলো। এখন ঘটনাটি হল–উনি (শেখ মুজিবুর রহমান) ঢুকেছিলেন সকালে–বেরিয়েছেন বিকালের দিকে। এই লম্বা সময় কী করলেন উনি সেখানে? আমাদের তো ক্ষমতা নাই জিজ্ঞেস করার যে, স্যার টাইম চলে যাচ্ছে। তারপরও একবার রিমাইন্ডারও দেওয়া হয়েছিল। কার সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলবেন নেতাজি সেরকম সময় নির্দিষ্ট করা ছিল না। এস কে দে'র ভাষ্য অনুযায়ী–শেখ মুজিবুর রহমান সম্ভবত সেখানে মধ্যাহ্নভোজও করেছেন। বিকাল বেলায় বেরিয়ে আসেন ওই লোক (শেখ মুজিবুর রহমান)। তিনি বলেন, ওই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যে নেতাজি অন্তর্ধান হলেন। উনি বলছেন, আমার ধারণা নেতাজির অন্তর্ধানের পেছনে এই শেখ মুজিবুর রহমানের কারসাজিও ছিল। তিনি কোনোভাবে এখান নেতাজিকে বের করে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন।''

আলোচনার এই পর্যায়ে মোহাম্মদ আবু তৈয়ব–কে স্মরণ করিয়ে দিলাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সেই মহাঅন্তর্ধান নিয়ে প্রচলিত ও বহুল চর্চিত ইতিহাসের কিছু তথ্য। তাকে জানালাম, ব্রিটিশ বিতাড়নে নেতাজি নিজ মাতৃভূমি থেকে গোপনে তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে ভারতের উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা মিয়া আকবরের সহায়তা নেওয়ার তথ্যটি সর্বজনবিদিত। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে মিয়া আকবরকে তারবার্তা পাঠিয়ে ছিলেন নেতাজি। সেই তার পেয়ে মিয়া আকবর এলগিন রোডের বাড়িতে অন্তরীন নেতাজির বাসভবনে দেখা করেন। মিয়া আকবরই আফগানিস্তানের রাশিয়ান ফেডারেশনের আশীর্বাদপুষ্ট আঞ্চলিক বাম ঘরানার রাজনৈতিক দল কীর্তিকিষাণ পার্টির কর্মী ভগরাম তলোয়ার প্রমূখের সহায়তায় কাবুলের রাশিয়া সীমান্তে নেতাজিকে পৌছে দিয়েছিলেন বলে তথ্যটি প্রতিষ্ঠিত। পশতু ভাষা না জানা ও পুলিশ এবং স্থানীয়রা সন্দেহ করতে পারে সেই চিন্তা থেকে নেতাজিকে বোবা–কালা সাজার নাটক করতে হয়েছিল। তাঁর সেই অন্তর্ধানে বাম রাজনৈতিক কর্মীরা ভূমিকা রাখেন বলে বিখ্যাত সেই অন্তর্ধান কাহিনীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এইবার আবু তৈয়ব আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এইখানে একটি কথা বলে রাখি। বাম নেতাদের সঙ্গে নেতাজির সাংঘাতিক মতপার্থক্য ছিল। কমরেড মুজাফফর আহমেদ ও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ব্যাপক মতপার্থক্য ছিল নেতাজির, অন্তত ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে। উনি ছিলেন মূলত জাতীয়তাবাদী নেতা। খাটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা।'

তিনি নেতাজির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও আদর্শগত যে সাদৃশ্য তা ব্যাখ্যা করতে আরও কিছু ঘটনার অবতারণা করলেন। আবু তৈয়ব বললেন, এখন স্মরণ করতে পারি–বঙ্গবন্ধুর সিস্টার রুমমেট কবি গোলাম কুদ্দুসের কথা। সম্ভবত গত কয়েক বছর আগে তিনি গত হয়েছেন। কবি গোলাম কুদ্দুস বেকার হোস্টেলে থাকতেন, বঙ্গবন্ধুর পাশের রুমটাই তাঁর ছিল। গোলাম কুদ্দুস ছিলেন কট্টর বামপন্থী। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু ছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতা। বঙ্গবন্ধু ক্লাস শেষ করে বিকাল বেলা যেতেন তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর কাছে, রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা নিতে। আর গোলাম কুদ্দুস যেতেন কমরেড মুজাফফর আহমেদের কাছে। গভীর রাতে দু'জনের একসঙ্গে দেখা হত। তখন দু'জন দুজনকে ঠাট্টা করতেন–বঙ্গবন্ধু বলতেন গোলাম কুদ্দুসকে–কী কমিউনিস্ট কী অগ্রগতি?' গোলাম কুদ্দুস–ও বঙ্গবন্ধুকে বলতেন, কী জাতীয়তাবাদী, ভারতের স্বাধীনতার কদ্দূর এগুলে?' তখন গোলাম কুদ্দুসের কাছে শুনেছি, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে। কুদ্দুস সাহেব বলতেন, পাকিস্তানকে বিশ্বাস করে শেখ সাহেব পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হননি। সুদূর প্রসারী চিন্তার অংশ ছিল এটা। তিনি ভাবতেন যদি ভারত এক থাকে তবে বাঙালিরা আর কোনোদিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। যদি বাংলা ভারতবর্ষের এক রাষ্ট্রের অধীনে থাকে..।

পাকিস্তান হলে সেখান থেকে বাংলাকে বের করে আনার একটা পথ তিনি খোঁজে পাবেন। এই সুদূর প্রসারী চিন্তার অংশ হিসাবে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এটা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দীর মাধ্যমে। যদিও সোহরাওয়ার্দী অবাঙালি ছিলেন। এইখানে বলছি যে কমিউনিস্টরা নেতাজিকে সাহায্য–সহযোগিতা করেছেন এটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। দ্বিতীয়ত আপনাকে বলি, নেতাজিকে কারামুক্ত করার জন্য যে হলওয়েল মুভমেন্ট হয়েছিল কলকাতায়, সেই মুভমেন্টের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে একটা পরিকল্পনা হয়েছিল, পরিকল্পনা ছিল বিধানসভা ঘেরাও করার। তখন গোলাম কুদ্দুস প্রমুখদের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়েছিল, দেখা গেল মিছিলটি খুবই ছোট, শ'খানেক ছাত্রের। তখন তারা কলেজস্ট্রিটে অবস্থান নিল, কারণ শেখ মুজিব বিশাল মিছিল নিয়ে আসবে তখন তারা মার্চ করব। এর ঘন্টা খানেক পর দেখা গেল বিশাল মিছিল এগিয়ে আসছে, স্লোগান ছিল বিধানসভা ঘেরাও কর, সুভাষকে ছিনিয়ে আনো, মুক্ত কর'।

সেই মিছিলে কয়েক হাজার ছাত্র, সবাই খুব উৎফুল্ল। সেই কর্মসূচি সফল হয়েছিল। ওখানে একটি ঘটনা আছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিধানসভার নব্য বিধায়ক। উনি মিছিল প্রতিরোধকারীদের একজন হিসাবে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ধাক্কাধাক্কি হয়েছিল। বিধায়কদের সঙ্গেও ছাত্রদের ধাক্কাধাক্কি হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ধাক্কায় জ্যোতি বসু পড়েগিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু যখন কলকাতায় গেলেন, তখন জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করে বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা চেয়েছিলেন। জ্যোতি বসু আমাদের বলেছিলেন, সেই চল্লিশের দশকের ঘটনায় বাহাত্তরে এসে ক্ষমা চাইতে এসেছে শেখ মুজিব, তিনি একজন গ্রেট লিডার। তাঁর মানে নেতাজির সঙ্গে তাঁর রাজনীতির যে আদর্শ ও অনুপ্রেরণাগত..চিন্তা–চেতনার মিল তার সবই ছিল। তিনি তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিতও হয়েছিলেন। আজকে আমরা বাংলাদেশকে যে স্বাধীন ভূ–খন্ড হিসেবে পেয়েছি তার মূলে বঙ্গবন্ধু অনুপ্রাণিত হয়েছন নেতাজির চিন্তাধারা থেকে।''

মোহাম্মদ আবু তৈয়বের এসব তথ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজতে আমি বেশকিছুদিন প্রাসঙ্গিক কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থের হদিস করেছিলাম। হঠাৎ মনে হয় ২০১২–তে প্রকাশিত শেখ মুজিবুর রহমানের জেলখানায় বসে লেখা অপ্রকাশিত আত্মজীবনী' এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। অনুমান ভুল নয়। ৩২২ পৃষ্ঠার ইতিহাসের অমূল্য এই গ্রন্থটিতে নেতাজির প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর শ্রদ্ধা, ব্যক্তিগত অনুরাগ, তাঁর আদর্শের প্রতি সংহতি একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর লেখনিতে নেতাজি সম্পর্কে যেসব মূল্যায়ন উচ্চারিত হয়েছে তা মোহাম্মদ আবু তৈয়বের তথ্যকেই সমর্থন করে।

অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখছেন, তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। মাদারীপুরের পূর্ণ দাস তখন ইংরেজর আতঙ্ক। স্বদেশী আন্দোলন তখন মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের ঘরে ঘরে। আমার মনে হত, মাদারীপুরে সুভাষ বোসের দলই শক্তিশালী ছিল। পনেরো–ষোল বছরের ছেলেদের স্বদেশীরা দলে ভেড়াত। আমাকে রোজ সভায় বসে থাকতে দেখে আমার উপর কিছু যুবকের নজর পড়ল। ইংরেজদের বিরুদ্ধেও আমার মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হল। ইংরেজদের এদেশে থাকার অধিকার নেই। স্বাধীনতা আনতে হবে। আমিও সুভাষ বাবুর ভক্ত হতে শুরু করলাম। এই সভায় যোগদান করতে মাঝে মাঝে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর যাওয়া–আসা করতাম। আর স্বদেশী আন্দোলনের লোকদের সাথেই মেলামেশা করতাম।'

আত্মজীবনীর অন্যত্র মুজিব লিখছেন, যখন আবার হিন্দুরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তখন অনেকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে মরতে দ্বিধা করে নাই। জীবনভর কারাজীবন ভোগ করেছে, ইংরেজদের তা।াবার জন্য। এই সময় যদি এই সকল সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ত্যাগী পুরুষরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের চেষ্টা করতেন এবং মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার ও জুলুম হিন্দু জমিদার ও বেনিয়ারা করেছিল, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন, তাহলে তিক্ততা এত বাড়ত না। হিন্দু নেতাদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং নেতাজী সুভাষ বসু এ ব্যাপারটা বুঝেছিলেন, তাই তাঁরা অনেক সময় হিন্দুদের হুঁশিয়ার করেছিলেন। কবিগুরুও তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে হিন্দুদের সাবধান করেছেন।'

নেতাজির সংগ্রামী জীবনাদর্শ তরুণ শেখ মুজিবের মনে গভীর দাগ কাটে। বঙ্গবন্ধুর আপোসহীন সংগ্রামী যে জীবন তাঁর ভিত্তি অনুসন্ধানে আমরা খোঁজে পাব নেতাজিকে। কারাপ্রকোষ্ঠে মুজিব শ্রদ্ধার সঙ্গে নেতাজির ত্যাগের মহিমা বর্ণনা করেছেন তাঁর জীবনালেখ্যে। তিনি লিখছেন, আমাদেরও ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা জাত ক্রোধ ছিল। হিটলারের ফ্যাসিস্ট নীতি আমরা সমর্থন করতাম না, তথাপি যেন ইংরেজের পরাজিত হওয়ার খবর পেলেই একটু আনন্দ লাগত। এই সময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের দলে নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন। মনে হত, ইংরেজের থেকে জাপানই আমাদের আপন। আবার ভাবতাম, ইংরেজ যেয়ে জাপান আসলে স্বাধীনতা কোনোদিনই দিবে না। জাপানের চীন আক্রমণ আমাদের ব্যাথাই দিয়েছিল। মাঝে মাঝে সিঙ্গাপুর থেকে সুভাষবাবুর বক্তৃতা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠতাম। মনে হত, সুভাষবাবু একবার বাংলাদেশে আসতে পারলে ইংরেজ তাড়ান সহজ হবে। আবার মনে হত, সুভাষবাবু আসলে তো পাকিস্তান হবে না। পাকিস্তান না হলে দশ কোটি মুসলমানের কি হবে? আবার মনে হত, যে নেতা দেশ ত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারেন তিনি কোনোদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারেন না। মনে মনে সুভাষ বাবুকে তাই শ্রদ্ধা করতাম।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয়ের সময়ে ১৯৪৫ সালের ১৭ আগস্ট সায়গন থেকে নেতাজির অজানা বিমানযাত্রার পর চলে গেছে সাত দশক। এর পর ইতিহাসের এই মহানায়ককে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। একের পর এক তাঁর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়েছে। হয়েছে তাঁকে মৃত প্রতিপন্ন করতে সরকারি বা আন্তর্জাতিকভাবে নানা চেষ্টা। তা সত্বেও কল্পলোকের রাজপুত্র হয়ে বার বার গণমানুষের আলোচনায়, কখনো রাশিয়ায়, কখনো সাইবেরিয়ায়, কখনোবা চীনে কিংবা প্যারিসে–ভিয়েতনামে নেতাজির উপস্থিতির খবর বেরিয়েছে।

সবশেষে আশির দশকে ভারতের উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদেও আশ্রমে গুমনামিবাবা বা ভগবানজির ছদ্মবেশে নেতাজির উপস্থিতির খবর সাম্প্রতিক দশকেও আলোচনার তুঙ্গে। ভারতবর্ষের বহু সাধুরা বার বার উচ্চারণ করেছেন, নেতাজি আজও জীবিত–তিনি ভারতে ফিরে আসবেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে কলকাতা সফরে গিয়ে রেড রোডে নেতাজির প্রতিকৃতিতে অবনত শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর আদর্শ পুরুষের প্রতি। পরবর্তীতে বাংলাদেশে নেতাজিকে নিয়ে বাংলাদেশের কোনো সরকার প্রধান বা জ্যেষ্ঠ রাজনীতিক উপমহাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে স্মরণ রাখেননি। শ্রদ্ধা জানাননি সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই বীর বাঙালিকে।

–লেখক : প্রধান সম্পাদক. বহুমাত্রিক.কম ও নেতাজি অনুরাগী, বাংলাদেশ।

সহায়ক গ্রন্থ

–সুভাষ ঘরে ফেরে নাই : শ্যামল বসু
–অসমাপ্ত আত্মজীবনী : শেখ মুজিবুর রহমান
– নেতাজি গেলেন কোথায়? (১৯৯৫) : ড. জয়ন্ত চৌধুরি

বীরভূম

বিবেক চেতনা উৎসব

অভীক মিত্র : ১২ই জানুয়ারী যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হলো স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৬তম জন্মদিন। মুরারই–১ নং ব্লক ছাত্র যুব উৎসব কমিটির উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহযোগিতায় মুরারই–১ নং ব্লক মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো 'বিবেক চেতনা উৎসব'। র‍্যালি করে গোটা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ছাত্রছাত্রীরা। মুরারই–১ নং ব্লক এবং মুরারই থানার মধ্যে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। জয়ী হয় মুরারই থানা। উপস্থিত ছিলেন মুরারই–১ নং ব্লকের বিডিও, মুরারই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দুলাল বিন, মুরারই–১ নং ব্লক তৃনমূল যুব সভাপতি অসিত কুমার দাস (সুজয়)। পাইকরে যথাচিত মর্যাদায় পালিত হলো স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৬তম জন্মদিন পালন করে কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম কংগ্রেস সংখ্যালঘু শাখা চেয়ারম্যান মহঃ আসিফ ইকবাল রাসেল। অগ্নিযুগের বিপ্লবী এবং বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী পান্নালাল দাশগুপ্তের ঊনবিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হলো আবাদনগর গ্রামের 'টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট' কার্যালয়ে। পান্নাবাবুর জীবন ও কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়। একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। খিচুড়ি, পায়েস খাওয়ানো হয়। কর্মকর্তা চন্দ্রকান্ত দত্ত বলেন, 'গ্রাম গড়ার কারিগর পান্নাবাবুর আদর্শকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতেই তাদের এই আয়োজন।' বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন জাপানি অধ্যাপক সাইজি মাকিনোর অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো।

'কাটা মুন্ড', তন্ত্রসাধনা ?

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১১ই জানুয়ারি রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে মারা যায় ৭৫ বছরের আদিবাসী মহিলা অশ্বিনী সর্দার। শাল নদীর বালির চরে সমাধি দেওয়া হয়। ১২ই জানুয়ারি দুপুরে বল্লভপুর ব্রিজের নীচে বালির চর থেকে অশ্বিনীর কাটা মাথা উদ্ধার হয়। পাশ থেকে উদ্ধার হয় দুটি রক্তমাখা ব্লেড। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বোলপুরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অরিন্দম দাস। এর নেপথ্যে কী রয়েছে তন্ত্রসাধনা ? জেলা বিজ্ঞানমঞ্চ সংগঠক শিক্ষক শুভাশিস গড়াই বলেন, 'প্রথম শুনলাম'। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পাড়ুই থানার পুলিশ।

মুকুলকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১১ই জানুয়ারি তাঁতিপাড়ার জনসভা থেকে বিজেপি নেতা মুকুল রায়কে কটাক্ষ করলেন পরিবহনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুকুলকে 'পরিযায়ী পাখি'র সঙ্গে তুলনা করেন শুভেন্দু। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা করেন শুভেন্দু অধিকারী। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে রাজনগর থেকে কলকাতা সরকারি বাস চালু হবে বলে জানান পরিবহনমন্ত্রী। অনুব্রত মন্ডল বলেন, 'তাঁতিপাড়া পঞ্চায়েতের ১১টা আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতবো।' উপস্থিত ছিলেন পরিবহনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কৃষিমন্ত্রী আশিস ব্যানার্জী, মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, রাজনগর পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু, বিধায়ক সহ জেলা নেতৃবৃন্দ। গত ৬ই জানুয়ারি তাঁতিপাড়ায় বিজেপির জনসভায় উপস্থিত ছিলেন মুকুল রায়, লকেট চট্টোপাধ্যায়, সায়ন্তন বসু।

কেষ্টকে নিশানা মুকুল, লকেটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৬ই জানুয়ারী বীরভূম জেলার তাঁতিপাড়া জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। লকেট বলেন, 'একতারা হাতে ছবি দেখলাম। চোর, ডাকাতদের হাতে একতারা মানায় না। ওটা শিল্পীর অপমান। একতারা শিল্পীদের হাতে মানায়।' অনুব্রত মন্ডল সম্বন্ধে লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অনুব্রত মন্ডল আমাকে আদর করার কথা বলেছেন। আমি বলব আগে নিজের বোনেদের আদর করুন। আমার নিয়ে বাজে কথা বললে চাবকে চোদ্দো করে দেব। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে যেমন ভাষা বুঝতে পারেন তাকে সেই ভাষায় জবাব দেওয়া হবে।' জনসভা থেকে সুকৌশলে নাম না করে বীরভূম জেলা তৃনমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল ওরফে কেষ্টর সম্পত্তি বিষয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। মুকুল বলেন, 'বীরভূমের ভোলে বোম রাইস মিলের মালিক কে ? ওই রাইস মিল থেকে ২০১৬ – ১৭ আর্থিক বর্ষে ১৮০২৭ বস্তা চাল কিনেছে। গণেশপুর, কালিকাপুর সহ তিনটি মৌজার ৪২৫ কাঠা জমির মালিক কে ?' কয়েকদিন আগে সিউড়িতে বিজেপির মহামিছিলে ভিড় উপচে পড়েছিলো। তাতিপাড়ার জনসভা জনপ্লাবনে পরিণত হয়। উপচে পড়ে ভিড়। যা দেখে উজ্জবীত বীরভূম বিজেপি।

বাস নেই, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আহমেদপুর এবং কেন্দুলিতে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা উপলক্ষ্যে বাস নিয়ে নেওয়ায় চরম ভোগান্তির শিকার হলো পড়ুয়া থেকে নিত্যযাত্রী সকলেই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা চলছে। হেতমপুর কলেজের পড়ুয়াদের বীরভূম মহাবিদ্যালয়, বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সাঁইথিয়া অভেদানন্দ কলেজে সিট পড়েছিলো। ৩রা জানুয়ারি সরকারি বাসে উপচে পড়ে ভিড়।

বীরভূমে পথদুর্ঘটনা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৩ই জানুয়ারি সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ স্কুটিতে করে ট্রেন ধরতে যাওয়ার সময় গড়গড়াঘাটে দশ চাকা লরির ধাক্কায় মারা গেলো মিনা বিবি। বাবা শেখ শাহাজানাজ সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ১২ই জানুয়ারি কলাইচন্ডী গ্রামে পথদুর্ঘটনায় মারা গেলো ভালদা গ্রামের দুই যুবক জগন্নাথ ও সুজয় বসাক। ২৭শে ডিসেম্বর ভোরে খাদিমপুকুরে লরির ধাক্কায় জখম শেখ হাবিবুর আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গ্রামবাসীরা আধঘন্টা পথ অবরোধ করে। সকাল ১১:৪০টা নাগাদ বিনুইঘাটগামী 'মায়ের দান' বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হজরতপুরের মুন্দিরা সেতু থেকে নীচে পড়ে যায়। জখম হয়ে চল্লিশজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিকালে ভবানীগঞ্জে গাছে ধাক্কা মারে 'শাহানাজ' বাস। জখম হয়ে ছয়যাত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সকাল সাতটা নাগাদ পান্ডবেশ্বর জোয়াল্ডাঙ্গা মোড়ে ট্রাকের ধাক্কায় মারা গেলো দুই বাইক আরোহী। মৃতদের নাম নির্মল শো এবং মথুর শো। দুইজনেই ইসিএল কর্মী ছিলেন। বাড়ি দুবরাজপুর। ৩১শে ডিসেম্বর সিউড়ি নতুনপল্লীতে দুটি বাসের সংঘর্ষে দুইজন জখম হয়। সাগরদিঘী থেকে মোটরবাইকে বাকুড়া যাওয়ার পথে সিউড়ি আব্দারপুরে লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায় আওনাদ হোসেন। জখম সঙ্গী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তীব্র ঠান্ডায় কুপোকাত বীরভূমবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি: জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঝোড়ো ইনিংস শুরু করেছে শীত। যার জেরে নাজেহাল বীরভূম জেলার বাসিন্দারা। সোমবার সকাল থেকে কুয়াশায় মোড়া ছিলো গোটা জেলা। গত রবিবার ৭ই জানুয়ারি শ্রীনিকতনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিলো ৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দেরিতে চলছে দূরপাল্লার ট্রেন। সোমবার সকালে চিনপাই গ্রামের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিলো ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। ব্যাহত হয় স্বাভাবিক জনজীবন। 'নীল নির্জন' জলাধারের তীরে অবস্থিত চিনপাই গ্রাম। সঙ্গী লোডশেডিং। শীতল হাওয়া বওয়ার জন্য ঠান্ডার প্রকোপ বেশি। সন্ধ্যা হলে ঠান্ডার দাপটে শুনশান হয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাট। অনেকে আগুন পোয়াচ্ছে উষ্ণতার খোজে তীব্র শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কাশি, সর্দি, জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে অনেকেই। এর থেকে বাচতে বাসক পাতার রস আর তুলসী পাতা ভরসা গ্রামগঞ্জের মানুষজনের। শীতকালে জমে উঠেছে পিকনিক। পাহাড়েশ্বর, চিনপাই 'নীল নির্জন', ম্যাসানজোর, তিলপাড়া, কোপাই নদীর তীরে, দেউল পার্ক, মাইথন সহ বিভিন্ন জায়গায় জমে উঠেছে পিকনিকের ধুমধাম। পাল্লা দিয়ে জমে উঠে মেলা। পৌষমেলার পর বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের মেলা। সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে জেলার বিভিন্নপ্রান্তে বসবে গ্রামীন মেলা।

সৎকারে গিয়ে শ্মশানে খুন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত : শ্মশানে সৎকার করতে গিয়েছিল এক যুবক। কিন্তু আর তার বাড়ি ফেরা হল না। শ্মশান সংলগ্ন ঘাটের কাছেই খুন হতে হল তাকে। পরদিন সকালে শ্মশানঘাট সংলগ্ন স্থান থেকে তার নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত যুবকের এক বন্ধুকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার। দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হঠাৎই মোবাইলে বন্ধুর আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ পান বনগাঁর দীনবন্ধু নগরের তাবু কলোনির বাসিন্দা বাপ্পা দাস (২৪)। তড়িঘড়ি তার সৎকার অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন বলে রওনা দেন তিনি। তারপর দীর্ঘসময় কেটে গেলেও তার কোনও প্রকার হদিশ পাওয়া যায়নি। বুধবার সকালে বনগাঁর ইচ্ছামতী নদীর খয়রামারী শ্মশান ঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে

নদীপথে বাপ্পা দাসের মৃতদেহ

পুলিশ তার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। পরিবার সূত্রে অভিযোগ করা হয়েছে, শ্মশানে সৎকারে যাওয়ার আগে বাপ্পার সাথে উচ্চস্বরে ফোনে কথা হয় তার বন্ধু তারকের। তাদের দাবি কিছু পাওনা টাকা নিয়ে তারকের কাছ থেকে আদায় করতে পারছিল না বাপ্পা। আর সেই কারণে মাথাও গরম করে সে। পরিবার সূত্রে আরও দাবি, ওই ফোন আসে তারকের থেকে, সে ডেকে নিয়ে খুন করে বাপ্পাকে। বাপ্পা দাসের মা গীতা দাস জানাচ্ছেন, শ্মশানঘাটে একাকিকে টেনে নিয়ে জলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে বাপ্পাকে। বনগাঁ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গীতা দাসের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। একজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে শ্মশানঘাটে মাদকাসক্ত হয়ে বেহুঁশ হয়ে যায় বাপ্পা। আর তারপরই এই বিপত্তি। খুন না স্বাভাবিক মৃত্যু তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তবে সামান্য টাকার জন্য মৃত্যুকে মানছেন না কেউ।

বজবজে ফুলের মেলা

নির্মল গোস্বামী : মানুষের সব থেকে প্রিয় বস্তু দিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করা বিধি। আর এই বিধানের পথ বেয়েই দেবতা পুজোর প্রথম উপকরণই হয়েছে ফুল। এর থেকেই প্রমাণ হয় ফুল মানুষের সব থেকে প্রিয় বস্তু। বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে নেওয়া বাজার জাত ফুল দেখতে অভ্যস্ত চোখে যখন গাছ আর তার ফুলের শোভা একসাথে ধরা পড়ে তখন চোখে দেখার সৌন্দর্য্য দেহমনেও ছড়িয়ে পড়ে। যেন মাতৃ ক্রোড়ে শিশুর শোভা!

বজবজ পুরসভা আয়োজিত ২০তম 'কৃষি ও পুষ্প' প্রদর্শনীর মাঠে

ঘুরতে ঘুরতে বিভিন্ন ফুলের শোভা দেখে মোহিত না হয়ে পারা যায় না। গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, ডালিয়া, জারবেরা, পিটুনিয়া, ইমপ্রেশান– হরেকরকম ফুলেল পরিবেশে দর্শক আকৃষ্ট হতে বাধ্য। 'খোদার উপর খোদকারি' বলে একটা কথা আছে। সেটার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে যখন বনসাই বাগানে চোখে পড়ে। মানুষের কারিকুরিতে আটকে আছে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি। বট, বকুল, তেঁতুল আরও কত বৃক্ষ এখানে টবে শোভা পাচ্ছে ছোট আকারে– স্বাভাবিক গাছের শিকড়, কাণ্ড ইত্যাদি দিয়ে শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় নানা প্রাণী ও চেনা বস্তুর আকারে উপস্থাপিত করা। 'শিকড় বাকড়ে' নাম দিয়ে এটি একটি অভিনব প্রদর্শনী হয়েছে। শিল্পী পুতুল দাস ও হীরেন দাসের গভীর শিল্পবোধ যা সামান্য শিকড়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়াও মাটির জিনিষের স্টল বসেছে। সব মিলিয়ে বজবজ পুরসভা প্রাঙ্গন ১২ থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০১৮ জমজমাট হয়ে রইল হাজারো দর্শকদের সমাগমে। এই প্রদর্শনীতে ফুল, ফল, বনসাই, বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণকারী চাষিরা পুরস্কৃত হবেন। গত ১২ জানুয়ারি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিভিন্ন স্বাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীর সভাপতি ফুলু দে কার্যকরী সভাপতি গৌতম দাশগুপ্ত ও সম্পাদক উমাপদ নায়েকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাংগঠনিক কর্মক্ষমতার পরিচয় বহন করে এলাকার মানুষের ও বিভিন্ন বিদগ্ধ জনেদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছেন।

কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রামেরও গুরুত্ব পাওয়া উচিত : পূর্ণেন্দু

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতের রবীন্দ্রভবনে ১৩ জানুয়ারি ভোকেশনাল ফ্যামিলি'র পক্ষ থেকে কৃতী ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের কারিগরী ও প্রশিক্ষণ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ ও বারাসত পুরসভার পুর পারিষদ সদস্য তথা ভোকেশনাল পরিবারের চিফ হুইপ তাপস দাশগুপ্ত। বিশিষ্ট অতিথি পদে ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি রেহানা খাতুন, প্রশিক্ষক সমীর ভাস্কর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডব্লিউবিএসএসসি'র চেয়ারপার্সন প্রফেসর চৈতালী ভট্টাচার্য, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা স্কুল পরিদর্শক শুভজিত চট্টোপাধ্যায়, বারাসত পুরসভার কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন শিক্ষিকা স্বপ্না বসু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনায় ছিলেন বৃত্তিমূলক শিক্ষক–প্রশিক্ষকদের কর্ণধার অর্পণ মজুমদার। মন্ত্রী বলেন, 'সমগ্র রাজ্যে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার আছে প্রায় ২৭০০টি। বাম আমলে এই ডিপার্টমেন্টে কোনও নীতি ছিল না। তখন যা হয়েছে, তা ভয়ংকর।' ভোকেশনার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে মন্ত্রীর কাছে কয়েক দফা দাবি তুলে ধরা হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণেন্দু বাবু বলেন, 'ন্যায্য দাবিগুলি নিশ্চিত গুরুত্ব দেওয়া হবে। কারিগরী দফতরের পরিকাঠামোর কিছু অভাব আছে।

তবে মুখ্যমন্ত্রী এই দফতরে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ৩ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের নির্দেশও দিয়েছেন। পলিটেকনিক, আইটিআই ইত্যাদি কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রামের মানুষের সুযোগ কম। একারণে গ্রামের গুরুত্ব পাওয়া উচিত।' নির্মল ঘোষ বলেন, 'আজকের দিনে আমাদের সরকার খুব বেশি জোর দিয়েছে কারিগরী শিক্ষায়।

সরকার ধীরে ধীরে আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠছে। পূর্বতন সরকারের ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েও গত সাত বছরে রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নীতির প্রশ্নে বর্তমান সরকার অনেক বেশি সংহত। আশা রাখি আগামী দিনে অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ জায়গায় আসতে পারব।' তিনি সকলকে একত্রে এগিয়ে তলার আবেদন রাখেন।

বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ–নিজেদের নানা দাবিতে আন্দোলন করে রাজপথে অবস্থান করলো আইসিডিএস মহিলা অঙ্গনওয়ারি কর্মীরা। অভিযোগ অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ চাল,ডাল সহ অন্যান্য সামগ্রী পোকা ধরা,খুবই নিম্নমানের এবং ছাত্রের তুলনায় পরিমাণ খুবই কম। দীর্ঘদিন ধরে দফতরের এমন গাফিলতির জন্য গ্রামের অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় প্রতিদিনই। আরো অভিযোগ সামান্য মাইনে দেওয়া হয় যা বর্তমান সময় অনুযায়ী খুবই নগণ্য উপর্যুপরি বেশি সময় ধরে নানান সরকারি কাজকর্ম করানো হয়।

ঝর্ণা মন্ডল,শেফালী পাত্র,লক্ষ্মী দাস,অহল্যা বিশ্বাস'রা জানান অবিলম্বে অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের ১৮০০০টাকা,সহায়িকা কর্মীদের ৯০০০টাকা মাসিক মাহিনা চালু,অবসর কর্মীদের নুন্যতম ৩০০০টাকা মাসিক ভাতা,নতুন পদে অবিলম্বে সহায়িকা নিয়োগ,পদোন্নতি,আট ঘন্টা কাজ,প্রকল্পে বরাদ্দ সঠিক পরিমাণ এবং অন্য দফতরের কাজ করানো যাবে না । এছাড়াও অন্যান্য একগুচ্ছ দাবিতে বুধবার ক্যানিং বাজারে মিছিল পরিক্রমার মাধ্যমে ক্যানিং সিডিপিও অফিসের সামনে রাজপথে গণঅবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অঙ্গনওয়ারি কর্মীরা সিডিপিও কে স্মারক লিপি প্রদান করেন। অঙ্গনওয়াাি কর্মীরা আরো জানান অবিলম্বে আমাদের নায্যদাবী মানা না হলে আগামীদিনে অঙ্গওয়াাির সমস্ত কাজ বন্ধ করে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবো।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে মৃত স্কুল ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যানিং দলের উর্ধতন নেতৃত্বের নির্দেশে অল্পকিছুদিন গোষ্ঠীদ্বন্দ বন্ধ থাকার পর আবার বৃষ্পতিবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠলো বাসন্তী। শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে মৃত্যু হল দুইজনের। নিহতরা হল রিয়াজুল মোল্ল্যা(১০),হাসান লস্কর(৩২)। ঘটনায় আহত হয়েছেন ছয়জন। আহতরা সকলেই গুলি বিদ্ধ। আহতদের মধ্যে রয়েছেন বাণেশ্বর সিং নামে বাসন্তী থানার এক পুলিশ কর্মীও। এদিন এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে বাসন্তী থানার চাাবিদ্যার হেতালখালিতে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুবতৃণমুল কংগ্রেসের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাসন্তী ব্লক। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে চলে এলোপাথাাি গুলি বর্ষণ ও বোমা। গুলি চলার সময় হেতালখালি প্রাথমিক বিদ্যালেয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র রিয়াজুল মোল্ল্যা স্কুল থেকে ফেরার সময় তার বুকে গুলি লাগে। তাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহীনি পৌঁছায় সাথে কমব্যাট ফোর্সও। পুলিশ প্রথমে অসহায় হয়ে প।লেও পরে লাঠী নিয়ে ধাওয়া করলে সেই সময় পুলিশ কে লক্ষ্য করে গুলি চলে বলে অভিযোগ। তাতেই গুলিবিদ্ধ হন বাসন্তী থানার কমব্যাট ফোর্স বাণেশ্বর সিং,শাসক দলের রুমেশ বেরা,উত্তম মাহাতো,বিশ্বজিত মন্ডল,কার্তিক মন্ডল,আলমগীর মোল্ল্যা। আহতদের প্রথমে ক্যানিং মহকুমা পাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পরে সকলের অবস্থা আশাঙ্কাজনক হওয়ায় কলকাতার চিত্তরঞ্জনে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে চাাবিদ্যা এলাকার হেতালখালি তে আদিবাসীদের একটি টুসুমেলা আয়োজন হয়েছিল। সেই সময় উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। তারপর আচমকা শুরু হয় গুলি ও বোমার ল।াই। সাথে চলে অবাধ বাািঘর ভাঙচুর,লুঠপাট। পরে ঘটনাস্থলে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশসুপার সৈকত ঘোসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। ঘটনায় জ।তি থাকার আভিযোগে বাসন্তী থানার পুলিশ সাতজনকে আটক করেছে। রাতেই ঘটনাস্থলে যান ডিআইজি (প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ)ভরতলাল মিনা,জেলার এসএসপি সন্তোষ পান্ডে। এলাকায় চরম উত্তজনা থাকায় প্রচুর পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ডে

প্রথম পাতার পর, এক্ষেত্রে তারা এই পাসপোর্ট ব্যবহার করে। অবশেষে একসময় তারা ভারতীয় নাগরিক বনে যায়। অথচ দেখা যায়। বাংলাদেশের একাধিক থানায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়ে আছে। ঠিক এভাবেই পাসপোর্ট তৈরি করে তুলে দেওয়া হচ্ছে কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনের লিঙ্ক ম্যানদের হাতে। তারাও বিনা বাধায় এদেশে ঘুরছে বহাল তবিয়তে। পুলিশ কর্তারা জানিয়েছেন, বিমানবন্দরে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, তারা বাংলাদেশি হলেও তাদের কাছে যে পাসপোর্ট ছিল, সেগুলি আসল ভারতীয় পাসপোর্ট। প্রশ্ন হল, বাংলাদেশীদের কাছে আসল ভারতীয় পাসপোর্ট এল কিভাবে? তথ্য ধরে তদন্ত করে পুলিশ জানতে পারে, যেসব জনপ্রতিনিধিদের শংসাপত্রগুলি রেসিডেন্সিয়াল প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হয়েছিল, তার সবকটিই ভুয়ো। এমনকি সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেও পুলিশ জেনেছে, ওই শংসাপত্রগুলি তাদের দেওয়া নয়। তবে বিষয়টি আইনগতভাবে খতিয়ে দেখার জন্যে হস্তরেখাবিশারদের কাছে তা পাঠানো হয়েছে। খুব শীঘ্র সেই রিপোর্ট পাওয়া যাবে বলে পুলিশের দাবি। তবে আতঙ্কের কারণ হিসেবে গোয়েন্দাদের উল্লেখ, ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় এভাবেই পাসপোর্ট চক্রের জাল ছড়িয়ে রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ দুই চব্বিশ পরগনা সহ নদিয়া, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। তবে তাদের চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে বলে গোয়েন্দারা জানান।

থানায় দুই বধূ

প্রথম পাতার পর: এরপর শুধুমাত্র সায়া ব্লাউজ গায়ে দিয়েই থানায় ছুটে যায় সোমা। পাঁচ বছর আগে সোমার (৩০) সাথে বিয়ে হয় মধ্যমগ্রামের সঞ্জয় শিকদারের। সোমার অভিযোগ, বিয়ের সময় যথেষ্ট গয়না দেওয়া হলেও তবু চাহিদা মেটানো যায়নি শিকদার পরিবারের। এরপর একটি সোনার চেন দাবি করতে থাকে তার স্বামী। কিন্তু সোমার বাপের বাড়ি থেকে তা আর ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। আর এতেই অত্যাচার চরমে ওঠে। সোমার অভিযোগ 'আমাকে প্রথমে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে সারা শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে দেওয়া হয়।' সোমা বলেন, কোনও মতে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসাতে প্রতিবেশিরা শাড়ি খুলে দেন বলে সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। আংশিক অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় সোমাকে বারাসত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে মামলাও রুজু করা হয়েছে। বর্তমান প্রজন্মে বিবাহিত তরুণীদের এরূপ অবস্থায় স্তম্ভিত গোটা জেলাবাসী।

নবজাতকের কাছে নব প্রভাতের দিশারী

বর্তমানের শৈশবই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ স্রষ্টা। তাই নবজাতকদের কাছে প্রকৃত শিক্ষা, শিক্ষা আনে চেতনা। চেতনা আনে সমাজ সংস্কারের পথ। তাই প্রত্যেক অভিভাবকদের মধ্যেই চাই সচেতনতা। কারণ প্রকৃত স্কুলের আঙিনায় গড়ে ওঠে শিশুর মনের বিকাশ। লক্ষ্য একটাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আলোকিত হতে কে না চায়। যাদের আছে উন্মুক্ত পরিবেশ, আছে খেলার মাঠ, আছে অডিটোরিয়াম, আছে ই–ক্লাস রুম, ই–লাইব্রেরি এবং মডার্ন ল্যাব। অঙ্ক, জীবন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, কম্পিউটার, সঙ্গে বিএড এবং টিচার ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা, আছে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা। আছে সব ক্লাসরুমে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। কিন্তু দক্ষিণ শহরতলির গোবর ঝুড়ি মেন রোডের পাশেই রয়েছে একমাত্র এমন একটি স্কুল যেখানে রয়েছে শিক্ষার উন্মুক্ত পরিবেশ। বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে ঢেলে সাজানো হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে। সঙ্গে রয়েছে খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, ১০০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম। এছাড়াও স্কুলে যে সব বাচ্চারা পড়াশোনা ঠিকমতো বুঝতে পারে না, তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা।

প্রত্যেক বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, পাশাপাশি অভিভাবক, অভিভাবিকাদের নিয়েও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা হয়। অধিকাংশ স্কুলের গাড়ি বাচ্চাদের মেন রোডের ধারেই নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের গাড়ি ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকে যায়। এর ফলে বাচ্চাদের বাবা মায়েরা ভীষণ খুশি ও চিন্তামুক্ত থাকে। এর পাশাপাশি আছে স্কুলের নিজস্ব ক্যান্টিন ও তার সঙ্গে হেলথ চেক আপের ব্যবস্থা। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর স্কুল বলতে যা বোঝায় তার সমস্ত কিছুই পাওয়া যাবে এই বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে। এবং একমাত্র এই স্কুলটিকেই সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর স্কুল আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই স্কুলের পরিচালন কমিটি শুধু এইসব ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। এই সব বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা মাথায় রেখে সিবিএসসি বোর্ড অনুমোদিত স্কুল থেকে বি বি আই টি কলেজে B. Tech, Diploma ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। এই সব বাচ্চারা যখন ভবিষ্যতে বড় হয়ে এই সব কোর্স পড়বে তখন তারা একটি বিশেষ ছাড় পাবে। তাই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ শহরতলির একমাত্র এই বিবিআইটি পাবলিক স্কুল হল নবজাতকের কাছে নব প্রভাতের দিশারী। Advt.

BBIT

(Premiere Management & Technology Institution)
After Their Grand Success in
Management & Technical Education
has successfully launched :
BBIT Public School
(Play group to Class XII, English Medium CBSE Affilated)
(Started in April, 2014)
Addmission for **2018–19** session from Play Group in Class IX
Commences from September, **2017**
Enquiry : E–mail : school@bbit.edu.in

Mob : 8420116666/842013333/9831168582
Budge Budge, Kolkata–**700 137**

হাওড়া নস্করপুর মহাপ্রভুর নগর সংকীর্তন ও শোভাযাত্রা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর নওয়াপাড়া বারোয়ারিতলায় ১লা মাঘ মহাপ্রভুর প্রভাতি নাম সংকীর্তন

সহযোগে নগর পরিক্রমা করে অগণিত ভক্ত। তখন ভোরের আলো ফোটেনি। কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ আর কনকনে ঠাণ্ডা, মহাপ্রভুর বেদীমূলে তখন ভক্তের ঢল। ধূপ–ধুনা–মালা–চন্দন–ফুলে সুসজ্জিত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। গেরুয়া উত্তরীয়ায় সারিবদ্ধ ভক্ত বৃন্দ। নারী–পুরুষ ছোট বাচ্ছারাও বাদ যায়নি এই প্রভাত ফেরীতে। যেন কোনও অদৃশ্য টানে ভক্তিরসের পূণ্য ধারায় ডুব দিতে শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে ভক্তের আগম। আজ যেথা হাতে হাতে মোবাইল যা সারা বিশ্বকে এনে দিয়েছে হাতের মুঠোয়। এই সব কিছুকে পিছনে ফেলে কিসের টানে ভক্ত ছুটে আসে তার আরাধ্য দেবতার কাছে তা জানা নেই। নস্করপুর মহাপ্রভুর নগর সংকীর্তনে প্রায় ২ হাজার ভক্ত সমাগম একবার আবার প্রমাণ করে দিল ভক্তি ভক্তের ভগবান। খোল–করতাল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সুমধুর প্রভুর গানের মহিমা দর্শনে রাস্তার দু–পাশে লোক ভিড় জমায়। সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এখানে আছে একটা টিনের বড় আটচালার মধ্যে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা পাথরের বেদির উপর রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। এরই জন্য মানুষের এত উন্মাদনা। দেখতে দেখতে খাতা কলমে ১৩৩ বছর পার হয়ে গেল এই নস্করপুরের মহাপ্রভু। তবে গ্রামের প্রবীণদের মতে প্রায় ১৫০ বছর।

ভারত–বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে শুরু হবে বাঘ গণনার কাজ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ–ভারত–বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে শুরু হবে সুন্দরবন জঙ্গলের বাঘ গণনার কাজ। এমন উদ্যোগ এই প্রথম। সোমবার সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীনস্থ গোসাবার সজনেখালি রেঞ্জ অফিস প্রাঙ্গণে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বাংলাদেশের ৪ জন ডিএফও,রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপাল রবিকান্ত সিংহ ,ওয়াইল্ড লাইফ ইন্সটিটিউশান অফ ইন্ডিয়ার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী কামার কুরেশী,ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর নীলাঞ্জন মল্লিক,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বনবিভাগের তৃপ্তি শা সহ বিশিষ্ট আধিকারিক গণ। সুন্দর ব্যাঘ্র প্রকল্প দফতর সুত্রে জানা গেছে এই প্রথম প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে যৌথ উদ্যোগে বাঘ গণনার কাজ শুরু হবে। যে সমস্ত বনকর্মীরা বাঘ গণনার কাজ করবেন এদিন তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। চলতি জানুয়ারি মাসের ২৫/২৬ তারিখ থেকে সুন্দরবনে বাঘ গণনার কাজ শুরু হবে এবং ১১ফেব্রুয়ারি থেকে সুন্দরবন জঙ্গলে ক্যামেরা লাগানোর কাজ শুরু হবে। তিনটি পর্যায়ে গণনা চলবে। সমগ্র সুন্দরবন জঙ্গল এলাকা কেয়তিনটি বিভাগে ভাগ করে ৪/৫ জনের মোট ৪০ টি দল গঠন করা হবে। অতীতে বাঘ গণনা করা হত পায়ের ছাপ দেখে। গলায় রেডিও কলার লাগিয়ে। এবার সেই পদ্ধতি বদলে নৌকা করে বিভিন্ন নদী,খাড়ি, জঙ্গলে বাঘের খাদ্য বুনো শুয়োর,হরিণ সহ অন্যান্য প্রজাতি জীবজন্তুর ও সমীক্ষা করা হবে। বাঘের মল,মুত্র,গাছের গায়ের আঁচড় সহ বিভিন্ন চিহ্ন সংগ্রহ করা হবে। তাছাড়া ও ইনফ্রারেড রশ্মিচালিত স্বয়ংক্রীয় ক্যামেরা নজরদারী চালাবে। এর জন্য তিনটি পর্যায়ে মোট ১৪১০টি আধুনিক প্রযুক্তির ক্যামেরা লাগানো হবে।

গঙ্গাসাগরে অভুতপূর্ব উন্নয়ন, সমস্যায় জর্জরিত পুণ্যার্থীরা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

গঙ্গাসাগরে রাজ্যের তিন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ও শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সাগর পয়েন্টে শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা বজায় থাকার দায়িত্বে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসক ও জেলার সিনিয়র পুলিশ সুপার। লট–৮ পয়েন্টে ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

১২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয় গঙ্গাসাগর মেলা। কিন্তু সাহী স্নান ১৫ জানুয়ারি পড়ায় ১৪ তারিখ রাত থেকে ভিড় চোখে পড়ে সাগরমেলায়। সাগরতটে ৩, ৪, ৫ নম্বর গেটে পুণ্যার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৪ তারিখেও মকর স্নান সেরে পুণ্যার্থীরা ফিরতে শুরু করে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় মেলা অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন ১৫ লক্ষ পুণ্যার্থীদের ভিড় হয়েছে। ছোটখাটো কিছু ঘটনা ছাড়া তেমন কোনও বড় ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি এবছরের গঙ্গাসাগর মেলাকে, দমকল ইউনিটগুলিও বাইকে টহল দেয় দিবারাত্রি। বারবার বারণ করা সত্বেও হোগলার ছাউনি তে আগুন ধরিয়ে চলে রান্না তা থেকেই ১৫ তারিখে ১ নং রাস্তায় আগুন জ্বলে ওঠে এক অস্থায়ী মন্ডপে এবং সন্ধ্যায় ৩ ও ৪ নম্বর রাস্তার মাঝে লাইটের পোষ্টও আগুন ধরে যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার বারুইপুর, সোনারপুর, বজবজ, সাউথ কলকাতা ডিভিশন থেকে দমকল ইউনিটগুলির তৎপরতায় আগুন ছড়াতে পারেনি। দমকলের আধিকারিক বিকে পাল বলেন– আমরা মোটরবাইক করে টহল দিচ্ছি যাতে খোলা যায়গায় আগুন জ্বালাতে না পারে । কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা। এছাড়া ১৪ তারিখ ভোরে কচুবেড়িয়া থেকে সাগরে আসার পথে বাসের রেষারেষির কারণে একটি বাস উল্টে যায়, গুরুতর জখম অবস্থায় তাদের কলকাতায় এনে চিকিৎসা শুরু হয়। এদিনই বেলা ১২টা নাগাদ আর একটি বাস উল্টে যায় একই কারণে। এই রেষারেষি যতদিন না বন্ধ হবে ততদিন গঙ্গাসাগরকে নিঃষ্কলঙ্ক করা সম্ভব নয়। এব্যাপারে কঠোর হতে হবে প্রশাসনকে।

প্রচুর পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স , ডি আই বি দফতর, ভারত সেবাশ্রমের ভলান্টিয়ার ও অন্যান্যরা সাগরমেলাকে নিঃষ্কলঙ্ক করতে ছিল তৎপর। তবুও বেশ কিছু চুরির ঘটনা ঘটে মেলায়। এছাড়াও মুহুরমুহু হারানোর ঘটনা ঘটতে থাকে দিবারাত্রই। মেলায় এবার নিখোঁজ হয়েছে ৪৫০ জন । বজরং পরিষদের সাহায্যে অনেককেই ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাদের প্রিয়জনের কাছে। এছাড়াও ৪৭ জন হ্যাম রেডিওর সদস্যরা বিভিন্ন পয়েন্টে থাকায় প্রচুর পুণ্যার্থীকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করেছে। যেসব পুণ্যার্থীদের শরীর খারাপ বা দুর্ঘটনার সম্মুখিন হতে হয়েছে তাদের বাড়ির সঙ্গে সংযোগ করা গেছে হ্যাম রেডিওর মাধ্যমে। কানপুর থেকে আসা ৭৫ বছরের বৃদ্ধা ও ৮২ বছরের বৃদ্ধর সবকিছু চুরি হয়ে যায়। তাদের অভিযোগ পুলিশে ডায়েরি করা সত্বেও পুলিশ নিষ্ক্রিয় এবং তাদেরকে বজরং পরিষদে পাঠিয়ে দায় সারে। তবে বজরং–এর সদস্যরা তাদেরকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় চোরেদের একটা বড় র‍্যাকেট ঢুকেছে। এরপর আরও দেখা যায় কপিলমুনির আশ্রম এর কাছেই একটি পুলিশ সহায়ক কেন্দ্র আছে কিন্তু কোনও সাহায্যকারী পুলিশের দেখা নেই। এতেও সমস্যায় পড়েছেন পুণ্যার্থীরা। এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে সাধুদের নাকানি চোবানি খেতে হয়েছে। কিন্তু এতো পুলিশ মজুত রেখেও ভিন রাজ্যে থেকে আসা পুন্যার্থীদের বিপদে পড়তে হোল কেন এই প্রশ্ন উঠছে সব মহলে। এছাড়া পুলিশী নিয়ন্ত্রণ যে ভাবে করেছে তাতে দূর থেকে অর্ধেক পুণ্যার্থী কপিলমুনি দর্শন করতে পারে নি । প্রথমত বাঁশের ব্যারিকেড অনেক দূরে করা হয়েছে । দ্বিতিয়ত পুলিশের তাড়ায় দূর থেকে কোনো রকমে মন্দিরকে প্রণাম জানিয়ে দৌড় দিয়ে পালাতে হয়েছে ।

এবার মেলায় ২৪ ঘন্টা নেট থাকার কথা । কিন্তু একেবারেই উল্টো বিএসএনএল এর ওয়াইফাই ব্যাবহার করলে তবে নেট পাওয়া যাবে । যে সব পুণ্যার্থীরা এসেছিলেন তারা জানেনই না সেই তথ্য। তাই অসুবিধায় পড়েছে অনেকে এছাড়াও ফোনের নেটওয়ার্কও পেতে অসুবিধা হয়েছে যাতে পুণ্যার্থীরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগের কোনও মাধ্যম ছিল না। ঘটা করে মেলার আগে বলা হয়েছিল স্যাটেলাইট ফোনের কথা। কিন্তু সে ফোনও কাজ করেনি। বিস্তারিত জানা গিয়েছে স্যাটেলাইট ফোনের ব্যবহার করা যায় নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য। কারণ কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে যখন ঘোরে এবং পৃথিবীর সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ই যোগাযোগ সংযোগ ঘটে। এবারে মেলায় সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো লট নং ৮ থেকে ভেসেলে কচুবেড়িয়ায় আসার জন্য । সারা বছর ড্রেজিং না হওয়ায় পলি জমেছে প্রচুর, তাতে সমস্যা হচ্ছেও প্রচুর। জোয়ার আসার পর কয়েক ঘন্টা বসে থাকতে হচ্ছে জল বাড়ার অপেক্ষায়। মেলার আগে মাত্র তিন মাস ড্রেজিংয়ে কয়েক কোটি টাকা খরচা করেও কোনও সুরাহা হয়নি। তবে এখন আশা জাগাচ্ছে মুড়ি গঙ্গার উপর প্রস্তাবিত ব্রিজ। যতদিন না হচ্ছে ততদিন সারাবছর ড্রেজিং না করলে এর সমস্যা মিটবে না। গঙ্গাও ক্রমশ ছোট হতে থাকবে। তবে সব শেষে বলা যেতে পারে এবার সাগরের উন্নয়ন দেখে পুণ্যার্থীরা উচ্ছসিত। আরও উন্নয়ন ঘটবে আগামী বছর। আগামী দিনে গঙ্গাসাগরে আসার জন্য আরো ভিড় বাড়বে ক্রমশ।

১৫ তারিখ সকালে ১ নম্বর রাস্তায় আগুনে ভষ্মীভূত প্যান্ডেল (উপরে), সন্ধ্যায় ৩ ও ৪ নম্বর রাস্তার লাইটপোষ্টের আগুন নেভাচ্ছেন দমকল কর্মীরা (নিচে)।

সরকারি পরিষেবা অপ্রতুল কেন্দুলী মেলায়

কুনাল মালিক, জয়দেব–কেন্দুলী বীরভূম : বঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা বীরভূম মেলার জয়দেব–কেন্দুলী। প্রথম বছর লাল মাটির বাউল মেলায় এসে মন ভরে গেল অনাবিল আনন্দে। অজয় নদীর তীরে প্রকৃতির মনোরম স্থানে গীত গোবিন্দের রচয়িতা কবি জয়দেবের স্মৃতি বিজড়িত মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে এসেছেন সারা রাজ্য থেকে। গঙ্গাসাগর মেলার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু জয়দেব মেলা আমার কাছে একদম অচেনা–অজানা। কিন্তু মকর সংক্রান্তির আগের দিন জয়দেবে এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই মিশে গেলাম মেলার সঙ্গে। বাউল প্রেমী প্রবীরানন্দ আশ্রমের আখড়ায় ঠাঁই হল প্রতিবেদকের। প্রবীর দাস লোকপ্রসার প্রকল্পের বাউল শিল্পী।

প্রতি বছর আখড়া বসান। মানুষদের থাকার খাওয়ার ব্যবস্থা করেন বিনা পয়সায়। আবার নিজেও গান করেন। রাত ৯টায় তিনি গান ধরলেন। কেন্দুলী মেলায় এসেই যখন পড়েছ, কবি গুরু জয়দেবের নামে জয়ধ্বনি দিও''।

পাশের বীরভূম জেলা পুলিশের স্টলে লতা দাস সরকার গাইছেন– 'তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব ছেড়ে দেবনা''। একটু দূরেই চিত্ত চক্রবর্তী চাঁপাল গোপাল পালা ধরেছেন। অদ্ভুত এক লোক সংস্কৃতির আবহাওয়া মেলাকে কুয়াশার মতো জড়িয়ে ধরছে। বাউল মনে আমার অদ্ভুত এক অনুভূতি। সারা রাত ধরে বিভিন্ন আখড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছি আর দেখেছি 'মনের মানুষের' খোঁজে বাউল–বাউলিনীদের উজার করা গান।

মকর সংক্রান্তির দিন সকালে ঘন কুয়াশার অজয় নদের চর ঢেকে যায়। কনকনে ঠান্ডায় হাঁটু জলে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণভরে পুণ্যস্নান করছেন। স্নানের পর ইলামবাজার থানার পাশেই মেলার প্রাণকেন্দ্র রাধা বিনোদ মন্দিরে পুজো দেওয়ার ভিড়। পুলিশের খুব একটা কড়াকড়ি নেই। মানুষরা সকলেই সহযোগিতার মানসিকতা নিয়ে মেলায় এসেছেন। তবে কতগুলি বিষয় প্রতিবেদককে ভাবাচ্ছে। জয়দেবের মেলা আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদা পেয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জয়দেবের মেলার মূলে বাউল আকাদেমির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। রাস্তাঘাটও ভাল। কিন্তু সরকারি পরিষেবার অপ্রতুলতা প্রকট। পানীয় জল এবং শৌচাগার অস্থায়ী ভাবে নির্মিত হলেও, তা অপর্যাপ্ত।

মেলায় আগত পুণ্যার্থীদের জন্য গঙ্গাসাগর মেলার মতো যাত্রী শেডের প্রয়োজন। অনুসন্ধান অফিস থেকে নিখোঁজ ব্যক্তিদের ব্যাপারে প্রচার হলেও তা সীমিত জায়গার মধ্যে মেলার সর্বত্র প্রচার দরকার। মেলার প্রাণকেন্দ্র প্রাচীন রাধা বিনোদ মন্দিরের সংস্কার প্রয়োজন। প্লাসটিক মুক্ত নির্মল জয়দেব কেন্দুলী মেলার বোর্ড সর্বত্র চোখে পড়লেও, মেলার যত্রতত্র প্লাসটিক নজরে পড়েছে। যেভাবে জয়দেব মেলায় লোকসমাগম হচ্ছে, আগামী দিনে আরও পুলিশী নিরাপত্তার প্রয়োজন। আর একটা বিষয়– বিভিন্ন আখড়ায় বিকট ডিজে সাউন্ডের বক্স প্রাচীন শান্ত বাউল ঘরানাকে ভেঙে তছনছ করছে। বিষয়টি প্রশাসনে ভেবে দেখা উচিত।

নোদাখালি থানার পথ নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার উদ্যোগে গত ১৭ জানুয়ারি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি উদযাপিত হল। নোদাখালি চৌরাস্তা থেকে ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তা পর্যন্ত সচেতনতা মূলক প্ল্যাকার্ড নিয়ে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। হেলমেটহীন বাইক চালকদের গোলাপ ও চকলেট দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে তাদের সচেতন করা হয় যে হেলমেট হীন বাইক আরোহন জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর অর্থাৎ মধুর ভর্ৎসনা। ডোঙারিয়া চৌরাস্তার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি উত্তম মিত্র, নোদাখালি থানার আই সি অরিজিৎ দাশগুপ্ত, বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, সমাজসেবী বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস চক্রবর্তী, শেখ বাপী প্রমুখ।

ঐতিহ্য ধরে রাখতে কাজ করতে চায় ফ্রান্স

মলয় সুর, চুঁচুড়া : চন্দননগরের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে যৌথ ভাবে কাজ করবে ফ্রান্স ও রাজ্য সরকার। গত ৫ জানুয়ারি থেকে ১২ জানুয়ারি সাতদিনের এক কর্মশালার পর এমনটাই প্রস্তাব রাখলেন ভারতে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রে জিগলার। ফরাসি উপনিবেশগুলির মধ্যে চন্দননগর এখনও ফ্রান্সের মানুষের কাছে পছন্দের তালিকায় রয়েছে। তাই ওই সময়কার যে নির্দশনগুলি এখনও রয়েছে সেগুলিকে সংস্কার করার পর নতুন করে সাজিয়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানের শেষ দিনে হুগলির জেলাশাসক সঞ্জয় বনশল, কলকাতায় নিযুক্ত ফরাসি কনসাল জেনারেল দামিয়াঁ সিয়েদ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

চন্দননগরের ফরাসিরা চন্দননগর ছেড়ে চলে গেলেও ফ্রান্সের মনে এখনও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই শহর। তাই চন্দননগরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে জিইয়ে রাখতে এবং ভগ্নপ্রায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভবনগুলি সংস্কারের প্রস্তাব দেয় সে দেশের সরকার। ইতিমধ্যেই সাতটি প্রাচীন বাড়িকে হেরিটেজ কমিশন স্বীকৃতি দিয়েছে। সেগুলি শুধু সারিয়ে তোলাই নয়। সাধারণ মানুষের কাছে বাড়িগুলিকে দ্রষ্টব্য করে রাখাই প্রয়োজন। যাতে নবীন প্রজন্মের কাছে নিদর্শন হয়ে থাকবে চিরকাল। এই কর্মশালায় কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, আলোকশিল্পী স্থাপত্যশিল্পী ডিজাইনারদের নিয়ে আয়োজন হয়। ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

মহানগরে

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প উদ্যানপালনে সুহানা সফর

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গে শেষ ছ'বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা–মাটি–মানুষের সরকারের জন্য রাজ্যে সুহানা সফর চলছে। উৎকর্ষ আর উন্নতির ইচ্ছাকে পাথেয় করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাবাসী। তার ধারাবাহিক দৃষ্টান্তের আরেকটি হল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দফতরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য (২০১১–এর মে থেকে ২০১৭–র মে পর্যন্ত)।

উদ্যানজাত শস্য (ফল, শাকসবজি, ফুল, মশলা ও বাগিচা ফসল) উৎপাদনের জমির পরিমাণ ২০১০–'১১–এর ১৩, ৮২, ৭০৯ হেক্টর থেকে বেড়ে ২০১৬–'১৭–এর ১৪, ৩০, ৫০৭ হেক্টর হয়েছে। আর উদ্যানজাত শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ২০১০–'১১–এর ১৭১,৫৭,৪৭২ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২০১৬–'১৭–এ ১৮৮,০৫,৪৭০ মেট্রিক টন হয়েছে। ২০১৫–'১৬–এ সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ আনারস, বেগুন, ঢ্যাঁড়স, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর উৎপাদনে প্রথম স্থানে। আলু উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান এবং রাঙা আলু উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ২০১২–'১৩ থেকে খরিফ পেঁয়াজ উৎপাদন শুরু হয়েছে। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই পেঁয়াজ চাষ অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মহারাষ্ট্র থেকে আনা খরিফ পেঁয়াজের বীজ এখন বাঁকুড়ার তালডাংরায় সাফল্যের সঙ্গে উৎপাদিত হচ্ছে। উদ্যানপালন সংক্রান্ত শস্যের বপন ও রোপণযোগ্য উপাদানগুলির গুণগত ও পরিমাণগত মান বজায় রেখে উৎপাদনের জন্য ২০১১–র মে থেকে এ পর্যন্ত ১৭২টি বিভিন্ন ক্ষেত্রমানের নার্সারি এবং চারটি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত জাতীয় উদ্যান পালন পর্ষদ ৮৮টি নার্সারিকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

রাজ্যে কৃষকদের কাছে শাকসবজি, পান বরজ, টিস্যু কালচার্ড চারার আবাদের জন্য উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন 'শেড নেট' নির্মাণ করে চাষ করার পদ্ধতি ক্রমেই জনপ্রিয় ও লাভজনক হয়ে উঠছে। ২০০৭–'০৮ থেকে ২০১০–'১১–এর মধ্যে ১৪,০০০ বর্গমিটার জমিতে 'শেড নেট হাউস' পদ্ধতি চাষ হত বলে জানা যায়, অথচ বর্তমানে তা বেড়ে ৩১,৬২,৬০০ বর্গমিটার হয়েছে। পলি হাউসের ক্ষেত্রে ২০১১–র মে পর্যন্ত ২০,৫০০ বর্গমিটার জমিতে চাষ হত, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে

৩,৭৮,৫০০ বর্গমিটার। পলি হাউসগুলিতে রঙিন ক্যাপসিকাম, অর্কিড, জারবেরা প্রভৃতি মূল্যবান ফসল উৎপাদনে ব্যবহার হয়।

ভার্মি–কমপোস্ট (কেঁচোসার) উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ ২০১১–র মে–তে যেখানে ১,৭২৬টি কেন্দ্র ছিল, ২০১৭–র মে–র মধ্যে বহুমুখী হিমঘর তৈরিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মোট ১১টি বহুমুখী হিমঘর নির্মিত হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে ৮২,৭০৫ মেট্রিক টন উদ্যানজাত শস্যের জন্য সংরক্ষণের জায়গায় ব্যবস্থা হয়েছে।

২০১১–র মে থেকে ২০১৭–র মে–র মধ্যে এই রাজ্যে পেঁয়াজের জন্য প্রথম স্বল্পব্যয়ে উন্মুক্ত সংরক্ষণগার (২৫ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ছয় বছরে ৩৮০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মোট ১৫২টি স্বল্পব্যয়ের পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার নির্মিত হয়েছে।

রাজ্যে এই প্রথম খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং উদ্যানপালন দফতরের পক্ষ থেকে উদ্যানপালনে অংশগ্রহণমূলক আবাদের ওপর একটি নোটিশ জারি করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক আবাদ এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদক কোম্পানিগুলি ব্যক্তি উদ্যোক্তা বা কৃষিপণ্য কোম্পানিগুলির সঙ্গে ফল, শাকসবজি উৎপাদন বিষয়ে চুক্তি করে থাকে। এই চুক্তির ফলে বেসরকারি কোম্পানিগুলির পছন্দমতো উৎপাদন করা হয় এবং উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত দামে বেসরকারি কোম্পানিগুলি সম্পূর্ণ কিনে নেয়। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা বা কোম্পানিগুলির সঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন মতো কৃষিপণ্য উৎপাদক কোম্পানিগুলি ফল ও শাকসবজি উৎপাদন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। জমির মালিকানা সব সময়েই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শুধুমাত্র কৃষকদেরই থাকে এবং তা কখনোই এমন কী লিজ দিয়েও বেসরকারি পক্ষের হয় না।

'রাজ্যে আবহাওয়া ভিত্তিক ফসল বিমা প্রকল্প' সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, যার দ্বারা কৃষিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা খারাপ আবহাওয়ার কারণজাত ঝুঁকির পরিমাণ কমানোর উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। ২০১১ থেকে এ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ৩১৬২২.৯৫০ হেক্টর জমিতে ৩২৬৬৭ জন কৃষককে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত মোট ৪৪৯৪ লক্ষ টাকার বিমা হয়েছে এবং এর প্রিমিয়ামে রাজ্য সরকারের অংশ হিসাবে ২৪৪ লক্ষ টাকা ভরতুকি প্রদান করা হয়েছে।

উদ্যানজাত শস্য আবাদের ক্ষেত্রে বিশেষত রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বেশি করে জল পাওয়ার উদ্দেশ্যে মোট ১৯৫টি জল সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। উদ্যানপালন ব্যবস্থার অধীনে কৃষকদের ভিতর ২৩৫০টি পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হয়েছে।

২০১১ থেকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে সাফল্যে এ রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রসারের জন্য 'ন্যাশনাল মিশন অব ফুড প্রসেসিং'–এর বরাদ্দ করা মোট ২৫.৬৩ কোটি টাকার তহবিলের মধ্যে ২৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। মোট ৬৮টি খাদ্য ইউনিটকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকরণ সম্মিলিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫১০ কোটি টাকা। গতি ওয়েবসাইট www.wbfpih.gov.in–এর মাধ্যমেই আর্থিক সাহায্যের আবেদন করা যায়। উদ্যাপালন দফতর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে সুযোগসুবিধা বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য একটি 'হেল্প ডেস্ক' তৈরি করেছে। দফতরের সাম্প্রতিক উদ্যোগে : 'ওয়েস্ট বেঙ্গল কমপ্রিহেনসিভ পলিসি অন পেস্টি হারভেস্ট প্রসেসিং অ্যান্ড ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ, ২০১৬'–এর পুরনো এনএমএফসি অনুযায়ী যেসব সুবিধা পাওয়া যেতো, শুধু এ রাজ্যের ক্ষেত্রে সেগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি খসড়ানীতি অনুমোদন হয়েছে।

কলকাতা মহানগরের মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের পুর এলাকার পাশে, সঞ্চিতা মিত্রের ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের বনমালি নস্কর রোডে পেট জার, থার্মোকলের বাটি, পলিথিন ও জলে ভরা খোলা ড্রেন পুরপ্রতিনিধির দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গিয়েছে। –ছবি: অরুণ লোধ

মাঙ্গলিকী

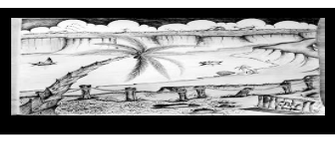

দাদা–দাদির দিবস পালনে ফোর্ট উইলিয়ামস্থ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবছরই সারা দেশের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলি 'দাদা–দাদি' দিবস পালন করে। ওই দিন স্কুলের খুদে ছাত্রছাত্রীদের দাদা দাদিদের স্কুলে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। গত ২৮শে নভেম্বর ফোর্ট উইলিয়ামস্থ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে এই অনুষ্ঠান হয়ে গেল অতি উজ্জ্বল ভাবে।

বিদ্যালয়ের সভা ঘরের প্রবেশ দ্বারে পৌঁছনো মাত্র সব দাদা দাদিদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, মাথায় ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে সভায় বরণ করে নিলেন শিক্ষিকারা– দাদা–দাদিরা মনের ভিতরে হলেন উজ্জ্বল...

সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের 'আই সি, প্রধান শিক্ষিকা কো–কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস', শ্রদ্ধেয়া সীমা ভানাহাএফটেন— তিনি অতি সহজ সরল অথচ সমৃদ্ধ হিন্দি ভাষাতে অনুষ্ঠানটি যথাযথভাবে সঞ্চালনা করেন। শোনালেন একটি 'শায়ের' যাতে অনুষ্ঠানে দাদাদাদিদের স্বাগতম জানালেন। বললেন এই দিনটি পালনের মাধ্যমে তাঁরা ছোটদের এই পাঠই দিচ্ছেন— তারা যেন বড়দের সম্মান জানায়। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করলেন ছোটদের বিভাগের প্রিন্সিপ্যাল রাজেন্দ্র ঠাকুর, অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা, শিক্ষিকারা ও দাদা দাদিদের তরফে দুই দাদা, যাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক।

এরপর সুসজ্জিত বালিকাদের সম্মিলিত সঙ্গীত পরিবেশন। যার মাধ্যমে বালিকা পড়ুয়ারা বিদ্যাদেবীকে আহ্বান করল, আবার মাতৃভূমিকেও প্রণাম জানালো। এরপরই ছিল প্রিন্সিপ্যাল রাজেন্দ্র ঠাকুরের ভাষণ। তিনি বললেন ১৯১৩ সালে গ্র্যান্ড পেরেন্টস ডে পালন শুরু হয়। আজ এর গুরুত্ব আরও বেড়েছে। আজ আমাদের পরিবারে দাদা দাদিরা উপেক্ষিত থাকেন। এটা ঠিক নয়। কারণ দাদাদাদিদের স্নেহচ্ছায়া, তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতায় নাতি নাতনিরা জীবনে চলার পথের শুরুতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আগামী দিনে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার পাঠ লাভ করে। সুতরাং সনাতন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে মাথায় রেখে প্রতিটি সংসারে দাদা দাদিদের যথাযথ সম্মানের আসনে রাখতে হবে নাতি নাতনিদের ভবিষ্যত গড়ে তোলার স্বার্থে। এরপর পড়ুয়ারা পরিবেশন করে সুসজ্জিত পোশাকে নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতি। বোঝা গেল, পড়াশুনার সাথে সাথে স্কুল কর্তৃপক্ষ খুদেদের সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার ব্যবস্থা রেখেছেন, যাতে তারা বড় হয়ে আমাদের সমাজকে সব দিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলে। পরে ছিল দাদা দাদিদের জন্যে গেমস, মুখরা (গান) প্রভৃতির প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। যাতে অংশগ্রহণ করে দাদা দাদিরা ছেলেবেলায় ফিরে গেলেন (আবার এক দাদা, ম্যাজিকও দেখালেন এই দিনটাকে 'দাদা দাদিদের 'জন্মদিন' হিসাবে পালন করার কথাই বললেন।) অনুষ্ঠান চলাকালে আসনে বসেই দাদা দাদিদের হাতে এসে গেলো চা–বিস্কুট, আবার খাবারের প্যাকেট— আর কি চাই?

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে উপস্থাপনার জন্য অভিনন্দন। (শিক্ষিকারা) অজিতা নাগ, বাণী সিনহা, মণীষা গুপ্তা, মল্লিকা নন্দী, ডলি পাল, অর্পিতা দত্ত (নৃত্য শিক্ষিকা), অঞ্জনা ত্রিপাঠি, সুমনা মান্না, অনুরাধা চৌধুরী, শিপ্রা দাস, শ্যামশ্রী মণ্ডল, পি কে মোহান্তি প্রমুখ।

বিশেষ অভিনন্দন মল্লিকা নন্দী (সমগ্র অনুষ্ঠানের কো অর্ডিনেটর) সঞ্চালনা (আই সি, হেডমিসট্রেস, কো–অর্ডিনেটর অব কো–ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস) সীমা ভানহাএফটেন ও প্রিন্সিপাল রাজেন্দ্র ঠাকুর মহাশয়কে। অভিনন্দন সকল কর্মীবৃন্দকে যাঁরা অনুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে মিলিটারি ডিসিপ্লিন সমৃদ্ধ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলেন।

আরও : বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জয়ী দাদা দাদিরা পুরস্কার হাতে নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ালেন তাঁদের নাতি নাতনীদেরই মতন। বাকিরা উপহার পাওয়া খাবারের প্যাকেট খুলে খেতে খেতে 'কদম কদম' পায়ে এগিয়ে গেলেন বাড়ির পথে...

সব শেষের পরেও বলতে হয় এদিন বালক বালিকাদের পরিবেশিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বার্তাবহ নিবেদন ছিল 'বেটি বাঁচাও' নাটিকা– অভিনন্দন।

মা ও ছেলের যুগলবন্দী চিত্র প্রদর্শনী

মলয় সুর, হুগলি : চন্দননগর ঐতিহাসিক ফরাসি মিউজিয়ামে বছরের শেষ দুটি দিন ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর মা ও ছেলের আঁকা যুগলবন্দী চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। মা রুমা মুখার্জী সাংসারিক কাজের ব্যস্ততার মাঝেও সযত্নে লালন পালন করে আসছেন ছবি আঁকাটা। পুত্র সোহম মুখার্জী সেরা কৃতী ছাত্র। বর্তমানে সে বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে পিএইচডি করে গবেষণায় গভীর ব্যস্ত রয়েছেন। তারই মাঝে সোহম গবেষণার কাজে দেশ–বিদেশে ঘুরেও মন দিয়ে ছবি আঁকে। বাবা চন্দননগরের বিশিষ্ট চিকিৎসক অরুণ মুখার্জী। বাবা–মা দু'জনেই সমানতালে উৎসাহ যোগান ছেলে সোহমকে। সেই উৎসাহেই কম্পিউটারে রকমারি ডিজাইন বানিয়ে চলেছে। সে গ্রাফিক ডিজাইনে খুবই পটু। এদিকে সোহম পড়াশোনার ব্যাপরেও অসাধারণ মেধাবী ছাত্র চন্দনগরে অরবিন্দ বিদ্যা মন্দিরের পাঠ চুকিয়ে কানাইলাল বিদ্যামন্দির হয়ে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন। সেখান থেকেই বেঙ্গালুরুতে পিএইচডি করতে যাওয়া।

এদিন এই চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ডঃ প্রণব অধিকারী ও বাসবী পাল। এই চিত্র প্রদর্শনীতে ৫৪টি বিভিন্ন রকমের ফটো পেন্টিং গ্রাফিক্স, কাঁথাস্টিচ ও পেন্টিং। বাটিক প্রিন্ট থাকে। এমনকি রুমা ম্যাডামের বাটিক প্রিন্টে রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ ফুটিয়ে তোলা হয়। যা সকল দর্শকের নজর কাড়ে। অন্যদিকে সোহম গত বছরের আগস্টে কলকাতার বিড়লা আকাদেমির এক গ্রুপ প্রদর্শনীতে কম্পিউটার ডিজাইন দর্শকদের প্রশংসায় মুখর হয়। এমনকি সোহম শঙ্কর ইন্টারন্যাশানাল ছাড়াও বিদেশের নরওয়ে, হল্যান্ড, সুইডেন, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে সে গোল্ড পদক পায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফরাসি মিউজিয়ামের গ্যালারিতে দর্শকের ভিড়ে ঠাসা ছিল। যা এই প্রদর্শনীর চিত্রগুলি সকল দর্শকের মনে বহুদিন গেঁথে থাকবে।

পত্র –পত্রিকা আলোচনা

সাহিত্য প্রতিশ্রুতি

(সম্পাদক – নিতাই মৃধা / ৩য় বর্ষ / শারদ ২০১৭ / মূল্য ৭০ টাকা) নিবন্ধ অংশটি নানা রঙে সাজানো । পবিত্র সরকার বাংলা সাহিত্যের পাঠ প্রসঙ্গে বাংলা আকাদেমীর ভূমিকা ও ভারতবর্ষের মত বহুভাষী দেশে বাংলার অবস্থিতি নিয়ে বিশ্লেষণী আলোচনা করেছেন । শশাঙ্ক শেখর মৃধা রবি–পত্নী প্রসঙ্গে অনেক স্বল্প–চর্চিত বিষয়ে আলোকপাতের প্রয়াস করেছেন । গল্পাংশে দাগ কাটেন প্রদীপ গুপ্ত, জয়ন্ত দত্ত এবং অরুণ ব্যানার্জী । সুশীল দাসের রম্য রচনাটির বিষয় নির্বাচন ঠিকই ছিল কিন্তু উপস্থাপনা বড়ই যান্ত্রিক । শিব শঙ্কর বকসী–র মুলুটি ভ্রমণ কাহিনী–র সাথে দু–একটি সাদা কালো ছবি কি দেওয়া যেত না ! কবিতা পর্বটি বেশ সমৃদ্ধ । রত্নেশ্বর হাজরা, অজিত বাইরি, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, আকাশলীনা, তৈমুর খান, সুব্রত ভদ্র, ইলা দাস মনে দাগ কাটেন । সম্পাদকের অভিনব মেঘদূত কবিতাটি সমকালীন সমস্যা নিয়ে গড়া তীব্র ছবি । পত্রিকাটির প্রচ্ছদ রুচিপূর্ণ । সব মিলিয়ে বেশ সমৃদ্ধ পত্রিকা । (পত্রিকার ঠিকানা – অলকা এপার্টমেন্ট, ৬৬৪, বৈষ্ণবঘাটা – পাটুলি, কলকাতা–৭০০ ০৮৪ / 8621884501) ।

অন্যচোখে

(সম্পাদক – গৌর দাস / বিশেষ ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যা / ৭ম বর্ষ) / মুল্য ৪০ টাঃ) – পত্রিকার এই সংখ্যাটির প্রচ্ছদে লাল রঙের প্রয়োগ চোখে পড়ে, আজকাল ওই রঙ–টির ব্যবহার বিরল । পত্রিকাটির প্রতিবাদী চরিত্র যে পূর্ণমাত্রায় বহমান তা সুকুমার মণ্ডলের গল্পে (শনিচরির সেগুনগাছ) ও গৌর দাসের নিবন্ধে (বিষয় যখন গরু) ও কবিতায় (এখন শকুনের প্রয়োজন বড় বেশি) । অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত গদ্যের (শেষ পারানির কড়ি) স্বল্প পরিসরে এ সময়ের এক বিশ্বখ্যাত বাঙালীর অজানার প্রতিভার সাথে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন । প্রবীর নন্দীর নিবন্ধ–টি (গলগাথা কলকাতা) একটু ধন্দে ফেলে দেয়, কলকাতা নামটি আদতে কোথা থেকে এলো ! ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের ঘোষিত নিবন্ধটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভ্রমণ কথায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে । কবিতা / ছড়া পর্বে সুকেশ ঘোষ, শংকর ব্রহ্ম, স্বরূপ চক্রবর্তী, বিধান সাহা, তারাশংকর দত্ত পাঠকদের তৃপ্তি দেবে । পত্রিকার ঠিকানা – এফ–৪১, ব্রহ্মপুর প্লেস, কলকাতা–৭০০ ০৯৬ / 8276095125 / 9038752173)

আগামী বার্তা

(উদ্ভাস সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রকাশিত পত্রিকা / সম্পাদক – গৌর দাস / ২১ বর্ষ ১ম ও ২য় যুগ্ম সংখ্যা / দাম ৪০ টাঃ) – গোপাল দাসের বাংলা কবিতার ছন্দ নিয়ে লেখা নিবন্ধটি কবিতা লিখতে ইচ্ছুকদের নজরে পড়বেই । বিভাস দত্তের (মাদুলী) গল্পটি ছাড়া অন্য গল্পগুলি চরিত্র হারিয়ে কখনও ভ্রমণ কথা (সুকেশ ঘোষ) কখনও শ্লেষাত্মক রম্য রচনা (মেরা ভারত মহান) হয়ে দাঁড়িয়েছে । ঘোষিত রম্য রচনাটি (সুকুমার মণ্ডলের কথার কথা) পাঠকদের মুখে হাসি আনবে । সুশীল দাসের ভ্রমণ–কাহিনীটি (শ্রীলঙ্কা ..) সুলিখিত কিন্তু উতসুক পাঠকদের ভ্রমণ–জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় না, আজকাল ভ্রমণ–কথার যা প্রায় অবিচ্ছেদ্য সংযোজন । সুকেশ ঘোষ, আশীষ দত্ত, রাঘবেন্দ্র নাথ দাস, নিতাই মৃধা, সুধাংশু শেখর গোস্বামী, শেফালী সরকার, গৌর দাস প্রমুখ নিজেদের উজ্জ্বল উপস্থিতির পরিচয় দিয়েছে । পত্রিকার ঠিকানা – এফ–৪১, ব্রহ্মপুর প্লেস, কলকাতা–৭০০ ০৯৬ / 8276095125 / 9038752173)

দিগন্ত বলয়

(সম্পাদক বরুণ দাস / ৪৫ বর্ষ / জুলাই–ডিসেম্বর ২০১৭ যুগ্ম সংখ্যা / দাম দশ টাকা) – বিষয়–ভিত্তিক পত্রিকাটির এবারের সম্পাদকীয় নকশালবাড়ী আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণ করে লেখা । আবেগে গা না ভাসিয়ে, বিশ্লেষণী লেখাটি মূল্যবান ফিরে দেখা । অমরেন্দ্র গনাই–এর ছয় সাত দশকের বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপটে লেখা নিবন্ধটি পরিশ্রম–সঞ্জাত । কবিতা বিষয়ক অন্যান্য নিবন্ধগুলিও সুলিখিত । সবচেয়ে সমৃদ্ধ এই সংখ্যার কবিতাগুলি – মঞ্জুভাষ মিত্র, প্রফুল্ল পাল, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয় দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ ঘোষ, প্রবীর মণ্ডল, শিশির কুমার নিয়োগী প্রমুখের নাম উল্লেখ করতেই হয় । পত্রিকার ঠিকানা – ১৫৫, আর এন ঠাকুর রোড, কলকাতা–৭০০ ১২৬ / 9433808982)

~~বিনি সুতোয় গাঁথা মালা~~

(হবিবুর রহমান রচিত উপন্যাস / সমকালের জীয়নকাঠি প্রকাশনা, জীবন মণ্ডল হাট, দঃ২৪ পরগণা / মূল্য ১২০ টাঃ) – উপন্যাসটি লেখকের আত্ম–দর্পণ বলা যায় । পুলিশ–জীবনে চাকুরী করার সূত্রে লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝুলি কিন্তু কাহিনীতে বিশেষ সাহায্য করে নি । গ্রামের দরিদ্র পরিবারের এক মেধাবী সন্তানের লড়াই–এর উপাখ্যান ও বাল্য–প্রেমের অপরিণতি, এবং শেষ পর্বে পুরানো প্রেমিকের দর্শন পাওয়ার ঘটনার মধ্যে খুব একটা অভিনবত্ব পাওয়া গেল না । লেখকের রচনাভঙ্গী ঝরঝরে, সরাসরি কাহিনী বলেছেন, বিশেষ গিমিকের সাহায্য নেন নি তবে শেষ পর্বের ঘটনাক্রম একটু বেশী মাত্রায় মেলোড্রামা জর্জরিত । প্রচ্ছদ নিয়ে আরও একটু ভাবনা–চিন্তার অবকাশ ছিল । ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ । লেখক পরিচিতিতে জানানো হয়েছে, তিনি নানাভাবে বিভিন্ন ইসলামী কাজকর্মে যুক্ত আছেন ..ইত্যাদি । এটা পড়ে মনে ধন্দ জাগে, লেখকের ধর্ম কি কখনও পরিচায়ক হয় !

যতটুকু মনে পড়ে

(দ্বিতীয় খণ্ড) (শিবুলাল শীলের আত্ম–জীবনীমূলক উপন্যাস) (প্রকাশক – লেখক স্বয়ং, হরিদেবপুর, কলকাতা–৭০০ ০৮২ / দাম ১৫০ টাঃ) – উপন্যাসের নায়ক অজয়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখা জীবন । আমাদের খুব চেনা চরিত্রগুলির সাথে দেখা হয়ে যায় । ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে সঙ্গে গত শতাব্দীর বিশেষ বিশেষ ঘটনা (মহানায়ক উত্তম কুমারের শেষ যাত্রা, ইন্দিরা–হত্যা ও পরবর্তী গণরোষ–হিংসা ইত্যাদি) চমতকার ভাবে জুড়ে দিয়েছেন । ফলে কাহিনীর সঙ্গে পাঠকরাও নিজেদের কখন যেন জড়িয়ে ফেলেন ।

অজয় সত্যিই যেন জীবন পুরের কোন এক যাত্রী, পরবর্তী গন্তব্যের জন্যে প্রতীক্ষায় রয়েছে । লেখকের মুন্সীয়ানার প্রশংসা করতে হয় । উপন্যাস–টি দ্বিতীয় খণ্ড আদতে একটি স্বয়ং–সম্পূর্ণ লেখা ।

ব্যাথা
মধুমিতা ঘোষ

আজ শুণ্য হৃদয়ে রক্ত ঝরা মান অভিমান
দোয়েল কোয়েল গাইছে না সুরেলা গান।
এসেছিল সে নীরবে গোপন অভিসারে,
দিয়েছিল রক্তাক্ত ক্ষতভরা হৃদয় মোরে।
ভালবাসার প্রলেপ দিয়ে গড়েছিলাম ঘর,
অজানা সংকেতে ভাঙল স্বপ্নের দুয়ার
কলঙ্কের কাঁটা বিঁধিয়ে তাকে করেছিলাম বরণ,
ঘুচিয়েছিলাম পরাণের সমস্ত আবরণ
বিদায়কালে শিখিয়ে গেল ভালবাসার নাম যন্ত্রণা,
সবশেষে মুছে গেল পরাণের মিথ্যা বাসনা।
বাকি রয়ে গেল অব্যক্ত অনেক কথা,
জমা থাক্ যত্নে আমার হৃদয়ের ব্যাথা।

(ভাটপাড়া, উঃ২৪ পরগনা)

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়
খোদেজা মাহবুব আরা

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়
সবগুলো সুখের পাতা
মুড়ে রাখি নিজস্ব তাপদগ্ধ হৃদয়ের অন্তরালে
প্রবল বন্যায় তীর ভাঙা নদীর মাঝে ভাসিয়ে দেই
দুঃখ মাখা অন্ধকার রাত্রির দীর্ঘশ্বাস
প্রবল শক্তিতে ছিনিয়ে আনি
বৃক্ষের সবুজ পাতার সবটুকু সুষমা
জ্যোৎস্না রাতের চাঁদের রূপালী আলোক ঝিলিক
লুকিয়ে রাখি স্বপ্নের ডানায়
নীরব ব্যাথার ছায়াটুকু মিলিয়ে যাক
বৃষ্টির ধারাপাতে
আর জীবনের পরতে জমা হউক
সুখের পলিমাটি ।

(সাভার, ঢাকা , বাংলাদেশ)

আবার দেখা হবে
শ্যামল বিশ্বাস

মাতৃসাধনার মঞ্চগুলি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম
একসময় দেখা হয়ে গেল – সে এক বিদেশিনী
সে বলল, সরি, উনি কে? উনি তো লেডিস !
আমি বললাম, উনি আমাদের মা'
–আমাদের জগতজননী ।
হয়তো বুঝলো ও, অবাকও হল
মনে হল ও ভাবছে – কোন কথা বলছে না ।
লোকারণ্য রাজপথের দিকে তাকিয়ে –
ও শুধু ভাবছে আর ভাবছে
–এত মানুষ লেডিস পুজো করে?
এক সময় আমার কাছে জানতে চাইলো, তুমিও?
আমি বললাম – হ্যা আমিও ।
অবাক বিস্ময়ে আমার হাতটা ধরে
জানালো, আমি অভিভূত !
কিছুক্ষণ নীরবতা। পরে বলল, কাল আমার ডিপার্চার।
আমি আবার আসব, আবার দেখা হবে তো ?
আমি বললাম, ধন্যবাদ, অপেক্ষায় থাকব, আবার দেখা হবে ।

(ঢাকুরিয়া, কলকাতা–৩১)

অবাক
সুশান্ত সেন

চারপাশের কাণ্ডকারখানায় অবাক !
অবাক হতে হতে এখন বাকশূন্য ।
অবাক করা ভ্রমণ চালিয়ে যান
এ রাজ্য থেকে ওই রাজ্যে
চলে যান উড়োজাহাজে
পাত্র মিত্র সবাইকে নিয়ে
ভ্রুক্ষেপহীন ।
আর এদিকে
পুঁটির মা অবাক হয়ে
খোঁজ করে চলেছে মৃত্যুর
এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে
এক মহকুমা থেকে অন্য মহকুমায় ।
আপনি সদরে বলে যান
এখানে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নেই ।

(কলকাতা–২০)

কে
সুনীল মুখোপাধ্যায়

কে ভাঙ্গে সমুদ্র পায়ে পায়ে ?
–জনতা ।
কে হাঁটে বলিষ্ঠ পায়ে নিষিদ্ধ রাজপথে ?
–জনতা ।
কে ভাঙ্গে আঁধার দু হাতে আলোর আশাতে ?
–জনতা ।
ঠিক এভাবেই একদিন
আমরা পৌঁছে যাবো অভিষ্ট লক্ষ্যে
শান্তির সিংহাসনে ।

(শালকিয়া, হাওড়া)

কখনও আলো
সুচন্দ্রনাথ দাস

কখনও আলো, কখনও অন্ধকার, সব সয়ে নিতে হয়,
সয়ে নিতে পারলেই খিদের সময় যথেষ্ট অন্নজল।
প্রয়োজনে নদীর পারে যেতে ঘাটে পাওয়া যায় নৌকো
আগুনও আলো হয়ে জীবনকে উদ্ভাসিত করে।

কখনও আনন্দ, কখনও বিষাদ, সব সয়ে নিতে হয়,
সয়ে নিতে পারলেই সিন্দুকে থাকে জমির পর্চা–দলিল ।
আকাশের দিকে তাকালে ললাটে রোদের তিলক লাগে,
সারা শরীরে জেগে ওঠে স্বপ্ন যাপনের সুমধুর ।

কখনও সম্মান, কখনও অপমান, সব সয়ে নিতে হয়,
সয়ে নিতে পারলেই বাগানের গাছে গাছে ফুল–ফল।
মেলায় যেতে সঙ্গে থাকে চারজন স্বজন–প্রতিবেশী,
রাত্রে বিছানায় একটানা শান্তির ঘুমে ভোর হয় ।

(শ্যামপুর, বাগনান, হাওড়া)

সৃষ্টি
নীপা চক্রবর্তী

আমার সৃষ্টির পথ
সবুজ ছায়া খোঁজে
প্রজন্মের প্রয়োজনে
অনন্ত সম্ভাবনা মাঝে
ভোরের প্রলেপ ঢেকে দেয় মন
কখনো নবীন কখনো প্রবীণ
আমি উদাসীন –

(নিউ পর্ণশ্রী, কলকাতা–৬০)

কেন এত ক্লান্ত
আরতি দে

কতটুকু সয়েই ব্যাথা কেন এত ক্লান্ত !
অন্তর হয়ে রয়েছি সে কী নয় অনন্ত ?
বিশ্ব এখন নদীর মত
উথাল পাথাল ঢেউ
ভাসছে মানুষ পশুর সাথে যেখানে আছে যত
ওই শোনো, বিশ্বায়নের আকাশ জুড়ে
মেঘের গুরু গুরু, রিক্ত যারা ক্ষিপ্ত তাদের
যাত্রা হবেই শুরু ।
চোখ বুজে দ্যাখো
দ্যাখো চাঁদের আলো
দিনের সন্ধ্যা ছুঁয়ে দ্যাখো
ক্লান্তি হবে নত ।

(শহীদনগর, কল–৭৮)

মাছ রাঙা পাখি
কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস

প্রাণ ভরে মাছ খায়
মাছ রাঙা পাখি
পেট বুঝি ভরে গেছে
মুখ খোল দেখি !
পেট বুঝি ভরে নাযে
পেট ভরে কীসে
পেট কেন খালি আছে
মেলে নাতো দিশে
পেট কভু ভরে ছিল
পেট কেন ফাঁকা
পেটে যদি হিজিবিজি
লাগে সব ধোঁকা ।

(বড়িশা, কলকাতা–৮)

কবিতা মানে
দেবকুমার মুখার্জী

নির্জনতার ভেতরে অনেক সত্য লুকিয়ে আছে
অনেক সত্যকে লুকিয়ে রেখেছে বাতাস ।
চুপ কর ,
কারা যেন ফিসফাস কথা বলছে
চু–উপ্ !
কবিতা মানে এক অপ্রকাশিত ছটা ।

(নিশানতলা, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান)

অন্য অন্ধকার
পার্থ সারথি সরকার

এতদিন আলোর পৃথিবীতে ঘুরছিলাম
এই সব মেকি আলোরা ভীষণ আত্মিক
কর্তনকারী, রক্তপায়ী, ঝলক দূষিত
আলোর আগুনে জ্বলে গেছি কতকাল
এখন অন্ধকারে শেকড় গেঁথেছি
প্রদীপের আলোর মত এই অন্ধকার
এই সব অন্ধকারের চোখগুলো
এক একটা শান্তিনিকেতন কিংবা পাওয়াপুরী
আর হৃদয়গুলো ভারত সেবাশ্রম কিংবা ক্যাথলিক চার্চ
এই অন্ধকার আমার আলো
এই অন্ধকারই আমার ঈশ্বর
রাত্রি পারানি, ভোরের আগমনী
এই সব অন্ধকার পবিত্র প্রার্থনা ।

(পশ্চিম পুটিয়ারী, কল–৪১)

তবুও আছ
ভীম ঘোষ

ক্ষত চিহ্ন বাঁক শরীর, কালসিটে দাগ
স্বপ্নহীন, ত্রিভুজ আকৃতিমুখ ।
আমি এখন, বর্ণহীন, এক ছবি,
তবুও তুমি আছ, আমার রক্তে প্রবল স্রোতে
পায়ে পায়ে আসছ গোপন অন্ধকারে
অনুভূতিতে বুঝি ।
ডাইনে তুমি ..... বামে পৃথিবী
মাঝখানে আমি ।

(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগনা)

নতুন কথা
সুকুমার মণ্ডল

নতুন পোষাক পড়তে ভালো নতুন বাসে চড়তে ভালো
নতুন ভালো ঘর
নতুন হাতের রান্না ভালো নতুন শালীর ঠাট্টা ভালো
নতুন ভালো বর
নতুন বৌ–এর বায়না ভালো নতুন ঘরের আয়না ভালো
নতুন ভালো কাঁথা
নতুন প্রেমে ভিজতে ভালো নতুন ঘাটে নাইতে ভালো
নতুন ভালো কথা
নতুন দেশে ঘুরতে ভালো নতুন মানুষ মিশতে ভালো
নতুন ভালো সই
নতুন গুড়ের সুবাস ভালো নতুন বছর পড়লে ভালো
নতুন ভালো বই ।

(পশ্চিম পুটিয়ারী, কল–৪১)

অণু গল্প

রিয়া পাগলী
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়

দিল্লি থেকে কলকাতায় আসছি তিন বছর পর। স্বজনদের নিয়ে চিন্তাভাবনা কথাবার্তার আদান–প্রদান হয় মোবাইলে। তবু মা বাবাকে চোখে দেখিনি কতদিন। ডোর বেল বাজিয়ে পাশে তাকাতেই চোখে পড়ল এক নারী মূর্তি । পাশের বাড়ির রোয়াকে বসে। পাঁউরুটি খাচ্ছে আর মাছি তাড়াচ্ছে। ধূসর চুল, ছোট করে ছাঁটা। আমি কাছে যেতেই মুখ তুলল। পরিচিত মুখ যেন! অথচ এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। ইত্যিমধ্যে দরজা খোলার শব্দে বাড়িতে এলাম, আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। দুপুরে কথাবার্তার ফাঁকে মাকে বললাম, পাশের বাড়ির রোয়াকে একটি মেয়েকে দেখলাম। অপ্রকৃতিস্থ মনে হল, মুখটা চেনা চেনা।

মা বলল, চিনতে পারলি না, ওতো তোর বন্ধু টিয়ার দিদি।

রিয়াদি! বলো কি মা! সাততাড়াতাড়ি বিয়ে ঠিক করেছিল ওর মামা! ইস্! একটা সুস্থ জীবন প্রাপ্য ছিল ওর ।

মা বললো, কয়েকটা মাস নাকি সুখেই ছিল। তারপর একটা খবর পেয়ে লোকটার আগের বউ আর তার ছেলে এসে তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। একমাস অপেক্ষার পর ভাড়া না পেয়ে বাড়িওয়ালা রিয়া–কে ঘরছাড়া করে। তখন ওদের পাড়ারই এক চেনা বাড়িতে কাজ করার বিনিময়ে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। ... তারপর যা হয়।

সোমত্থ মেয়ে, আঁচড়াবার লোকের অভাব হয় নি। কাজ ছেড়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো দিনে আর রাতে মাঠে ভিখিরিদের চাউনির নীচে শুয়ে পড়ে। কেউ না কেউ ওকে ডেকে খেতে দেয়, আশ্রয় দেয় না। বর কেন তাকে ছেড়ে পালিয়েছে এ নিয়ে অনেকে হাসি মজাও করে। অপমান আর যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে করতে মেয়েটার মাথাটাও কবে বিগড়ে গেছে। এখন সকলে ওকে রিয়া পাগলী বলে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পান্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

একা কুম্ভ কোহলি, তাও লুঙ্গি ডান্স প্রোটিয়াদের

অরিঞ্জয় মিত্র

দক্ষিণ আফ্রিকায় মোটেই ভালো সময় কাটছে না টিম ইন্ডিয়ার। বোলাররা ভালো বল করছেন, বিপক্ষকে কম রানে আটকে রাখছেন, এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাটসম্যানরা চূড়ান্ত ফেলটুস মেরে বসে আছেন। মাঝেমধ্যে বীর বিক্রমে গর্জে উঠছেন একজন হার্দিক পাণ্ডিয়া কিংবা বিরাট কোহলি। তাতে কাজের কাজ যে কিছু হচ্ছে না তার জলজ্যান্ত প্রমাণ হল টেস্ট সিরিজে ভারতের ০–২ পিছিয়ে পড়া। প্রথম টেস্টে ফিল্যান্ডার কাঁপিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় ব্যাটিং লাইন–আপকে। দ্বিতীয় টেস্টে আবার টেস্ট অভিষেককারী লুঙ্গি ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের প্যাভিলিয়নের পথ দেখিয়েছেন। বস্তুত সোশ্যাল সাইটে এই রসিকতা ভরে উঠেছে যে লুঙ্গি ডান্সের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের। এটাই যেন ট্যাগলাইন হয়ে উঠেছে সেঞ্চুরিয়নের দ্বিতীয় টেস্টের।

প্রথম টেস্টের পরিণতি কি দ্বিতীয় টেস্টেও হতে চলেছে। সত্যি বলতে কি একটা চাপা টেনশন এখন থেকেই তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে গোটা ভারতীয় দলকে। সেটাই যে শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে উঠবে তা দ্বিতীয় ইনিংসে কোহলি ক্রিজে থাকা পর্যন্ত মনে হয়নি। যেই বিরাট আউট হয়ে যান লুঙ্গির অদম্য ডেলিভারিতে তৎক্ষণাৎ খোলনলচে নড়ে ওঠে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের। তাও ভারতের মান উচু করে দিয়েছে অধিনায়ক কোহলির বিরাট ব্যাটিং। বস্তুত প্রথম ইনিংসে যে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতের চেয়ে সামান্যের বেশি লিড নিতে পারেনি তার মূল কারিগর কিন্তু অধিনায়ক কোহলি। প্রথম টেস্টে হারের পর অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিলেন সোশ্যাল সাইট সহ নানা জায়গায়। তাতে সামিল হয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন তারকা বীরেন্দ্র শেহবাগ। কিন্তু বিরাট যে কতটা চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসেন তার প্রমাণ মিলেছে অসাধারণ ১৫৩ এ। মুরলি বিজয়, পার্থিব–অশ্বিনদের নিয়ে যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন কোহলি তা ফের বুঝিয়েছে ক্রিকেট নামক গ্রহে দীর্ঘমেয়াদী স্যাটেলাইট হয়েই বিচরণ করবেন তিনি। অধিনায়ত্বের বোঝা সামলে তাঁর ব্যাট যেভাবে গর্জে উঠছে একের পর এক বিশ্বসেরাদের বিরুদ্ধে তাতে বহু সমালোচকের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। তাও তিনি ছাড়া বাকিরা এতটাই দুর্বল ভূমিকা নিয়েছেন যে আরও একটা জয় সহজেই হাসিল করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার সিংহরা।

নিজেদের চেনা পিচ ও বাউন্সি উইকেটে ভারতকে সহজ জায়গা দেবেন না যে প্রোটিয়ারা তা একরকম নিশ্চিত ছিল। তার ওপর বুমবুম ডেইল স্টেইন দীর্ঘদিনের চোট সারিয়ে ফিরছেন এটা নিশ্চিতভাবে বড় খবরও হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য। এর সঙ্গে রয়েছে এবি ডিভিলিয়ার্স ও অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসিদের বড় ইনিংস গড়ে তোলার কাজ। এসব ঠিকঠাক করতে পারলে ভারতকে যে কঠিন লড়াই সামলাতে হবে, এটা বলার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাও প্রথম টেস্টে ভারত যে লড়াইটা দিয়েছে তা কোনওমতে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভারতের ছক পুরোপুরি ভেস্তে দিয়েছেন নয়া প্রোটিয়া তারকা ভার্নন ফিল্যান্ডার। বস্তুত মর্কেল ও রাবাদার সঙ্গে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ডই ভেঙে দিয়েছেন ফিল্যান্ডার। তাও বৃষ্টির জন্য একটা গোটা দিন বরবাদ হওয়ায় মাত্র ৪ দিনে পরিণত হয়েছিল কেপটাউন টেস্ট। এই অল্প সুযোগেই বাজিমাত করে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতে গিয়ে স্পিনিং ট্র্যাকে নাস্তানাবুদ হওয়ার দুঃখ পুরোপুরি ওসুল করে নিল ডিভিলিয়ার্স–ডুপ্লেসিরা। আর বাকি কাজটা তো করে দেখিয়ে দিলেন ফিল্যান্ডার। বস্তুত সেঞ্চুরিয়নে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ঘুরে দাঁড়াতে তাই টিম কোহলি এখন ফিল্যান্ডার নামক মারণ অস্ত্রের ওষুধ খুঁজছে জোরকদমে। কিন্তু সেই দাওয়াই যাও বা মিলল (বিরাটের প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং দেখে বলা) লুঙ্গি নামক আরেক অজ্ঞাতকুলশীল দ্বিতীয় টেস্টে নক আউট করে দিল টিম ইন্ডিয়াকে।

ভারতের পক্ষে বলার মতো অনেক ইতিবাচক ঘটনাও ঘটেছে প্রথম টেস্টে। যা নিশ্চিতভাবে দ্বিতীয় টেস্টের আগে নিজেদের ল্যাবে কাটাছেঁড়া করে দেখে নিয়েছেন কোহলি–শাস্ত্রী জুটি। প্রয়োজনে রোহিত শর্মা ও শিখর ধাওয়ানকে বসিয়ে অজিঙ্কে রাহানে ও কে এল রাহুলকে খেলানোর মাস্টার প্ল্যান ইতিমধ্যেই ছকে নিয়েছিলেনও তাঁরা। শেষমেষ অবশ্য রাহুল খেললেন, জায়গা পেলেন না অজিঙ্কে রাহানে। ভারতে তাঁর অফ ফর্মের জন্য নাকি তিনি বিবেচিত হন নি। অবশ্য রাহুল, পূজারার মতো টেস্ট ঘরানার ও বনেদি টেকনিকের মালিকও এখানে পুরো ফেল মেরে গিয়েছেন। শিখর ধাওয়ানকে বসিয়ে কে এল রাহুলকে খেলানোর ফাটকা তাই একেবারে মাঠে মারা গিয়েছে। এখানে বক্তব্য একটাই, ভারতের মাটিতে চেনা পিচে ঝুরি ঝুরি রান করা, আর বিদেশের বাউন্সি শক্ত পিচে রান করা এক নয়। এক্ষেত্রে টেকনিকটা অসম্ভব বেশি কাজ করে। তাও বিরাট বাদে আর প্রথম টেস্টে হার্দিক পাণ্ডিয়া ছাড়া বলার মতো কিছু করতে পারেন নি ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। আর এ টেস্টে ভারত স্বান্তনা খুঁজবে কোহলির বিরাট ইনিংসের জন্য।

ক্যারাটেতে দুটি সোনা জয় কোন্নগরের সুমৌলী মিত্রের

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি আয়োজিত রাঙামাটি কাপে কাতা ও কুমিতে এই দুটি বিভাগে সোনা জয়। সোনা জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন বাংলার উঠতি খেলোয়াড় সুমৌলী মিত্র। সদ্য সমাপ্ত রাঙামাটি কাপে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সুমৌলী। কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের ছাত্রী সুমৌলী সোনা জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। অথচ মাত্র প্রায় বছর দুয়েক আগে ২০১৬ সালে কোন্নগরের মিলন সংঘ ক্লাবে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি সুমৌলির। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। মাত্র ২ বছরের প্রশিক্ষণেই ২০১৬ সালে শ্রীরামপুরে আয়োজিত জেলাস্তরের আন্তঃ মহকুমাভিত্তিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগেই সোনা, ওই বছরই জেলাস্তরের শটোকান কানিনজুকো ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতে ব্রোঞ্জ, রাজ্য আন্তঃ বিদ্যালয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো ও কুমিতে ব্রোঞ্জ (২০১৬ সাল) , লক্ষ্ণৌতে আয়োজিত জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ও কুমিতে ব্রোঞ্জ (২০১৬ সাল), পরের বছর কোন্নগর মিলন সংঘে ইন্ট্রা ক্লাব প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতে ব্রোঞ্জ, শ্রীরামপুরে আয়োজিত জেলাস্তরের আন্তঃ মহকুমাভিত্তিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমি উভয় বিভাগেই সোনা ও চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নস (২০১৭ সাল), ওই বছর প্রো – ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতেতে ব্রোঞ্জ, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয় (২০১৭ সাল), ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত রাজ্যস্তরের কানিনজুকো ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতে রূপো (২০১৭সাল), সিঙ্গুরে আয়োজিত রাজ্য বিদ্যালয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ইত্যাদি অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে সুমৌলীর ঝুলিতে। এবার সদ্য আয়োজিত এই রাঙামাটি কাপে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে দূরন্ত জয়। ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা জিতে নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে সুমৌলী।শ্রীরামপুর হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী বছর এগারোর সুমৌলী মিত্র কোন্নগরের দেবপাড়ায় থাকেন। পরিবারে রয়েছেন বাবা সুমন মিত্র দুর্গাপুরে বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত,, মা পম্পা সরকার মিত্র গৃহবধূ, ঠাকুমা, দাদু ও ছোটদাদু। সুমৌলীর প্রিয় বিষয় বাংলা। ক্যারাটের পাশাপাশি সুমৌলী ভারতনাট্যম ও আঁকা শেখেন। সুমৌলী জানান, মিলন সংঘ ক্লাবের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে অনেককে ক্যারাটে শিখতে দেখে তাঁরও ক্যারাটে শেখার ইচ্ছে হয়। ভবিষ্যতে কি হতে চাও এই প্রশ্নের উত্তরে সুমৌলীর চটজলদি উত্তর,'' প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার আমার আদর্শ। ক্যারাটে শিখে ভবিষ্যতে তারকনাথ সর্দার যা বলেন তাই করব।''

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজনগর ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যেগে ৯ই জানুয়ারি রাজনগর ব্লকের অন্তগর্ত চারটি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো রাজনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় মাঠে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা করেন রাজনগর ব্লকের বিডিও দীনেশ মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম বিডিও অভিষেক রায়। চারটি ইভেন্টে ৬৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলো। প্রথম, দ্বিতীয়। তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রথম স্থানাধিকারীরা জেলাস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

বিডিও বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেখে ভালো লাগছে। সকলের সাফল্য কামনা করি।'

বাৎসরিক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ– শুরু হল বাৎসরিক ক্রীড়া ও প্রতিষ্ঠা দিবস। মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনী হাইস্কুলের ৬৯ তম প্রতিষ্ঠা ও বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান শুরু হল। এদিন জাতীয় পতাকা এবং স্কুলের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুচনা করেন মাতলা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তপন সাহা,ক্যানিং ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার,স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিন্টু প্রামাণিক,শিক্ষক দীপঙ্কর সরদার সহ বিশিষ্টরা।এই অনুষ্ঠান চলবে আগামী তিন দিন ধরে। থাকছে বিভিন্ন ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে রামপুরহাটের সুমন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৮ – ১৬ই জানুয়ারি রাঁচিতে অনুষ্ঠিত হল সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতা। মনোজ তেওয়ারীর নেতৃত্বাধীন বাংলা ক্রিকেট সিনিয়ার ষোলো সদস্যের দলে খেলার সুযোগ পেয়েছে বীরভূম জেলার মহকুমাশহর রামপুরহাট কামারপট্টির অলরাউন্ডার ক্রিকেটার সুমন্ত গুপ্ত ওরফে বিট্টু। সেই খবরে বাঁধনছাড়া উচ্ছাসে ভাসছে গোটা জেলা। ৮ই জানুয়ারি ওড়িশা, ১২ই জানুয়ারি ঝাড়খন্ড, ১৪ই জানুয়ারি ত্রিপুরা ও ১৬ই জানুয়ারি আসামের বিরুদ্ধে খেলবে বাংলা। ২০০২ সালে অনূর্ধ্ব –১৪ দলে খেলার সুযোগ পেয়েছিলো সুমন্ত। বাবা অনিল গুপ্ত অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী। প্রথমে শুভেচ্ছা জানানোর পর প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী – এই প্রশ্ন করা হলে ৪ঠা জানুয়ারি দুপুরে ফোনে সুমন্ত গুপ্তর সংক্ষিপ্ত জবাব, 'ওটা টিম ম্যানেজমেন্ট ঠিক করবে।' ৪ঠা জানুয়ারি সকাল সাড়ে দশটায় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সুমন্ত গুপ্ত ওরফে বিট্টুকে ফুলের তোড়া দিয়ে এবং মিষ্টি খাইয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সম্পাদক ব্যবসায়ী শাহাজাদা হোসেন (কিনু), রামপুরহাট –২ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি গোষ্ঠগোপাল মেহনা, ফুটপাত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সাধারন সম্পাদক মৃন্ময় ঘোষ। শাহাজাদ হোসেন (কিনু) বলেন, 'বিট্টু আমাদের শহরের তথা জেলার গর্ব তার প্রতি পদক্ষেপে সাফল্য কামনা করি।' সিপিএম এবং এসএফআই–র পক্ষ থেকে সুমন্তকে বাড়ি গিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

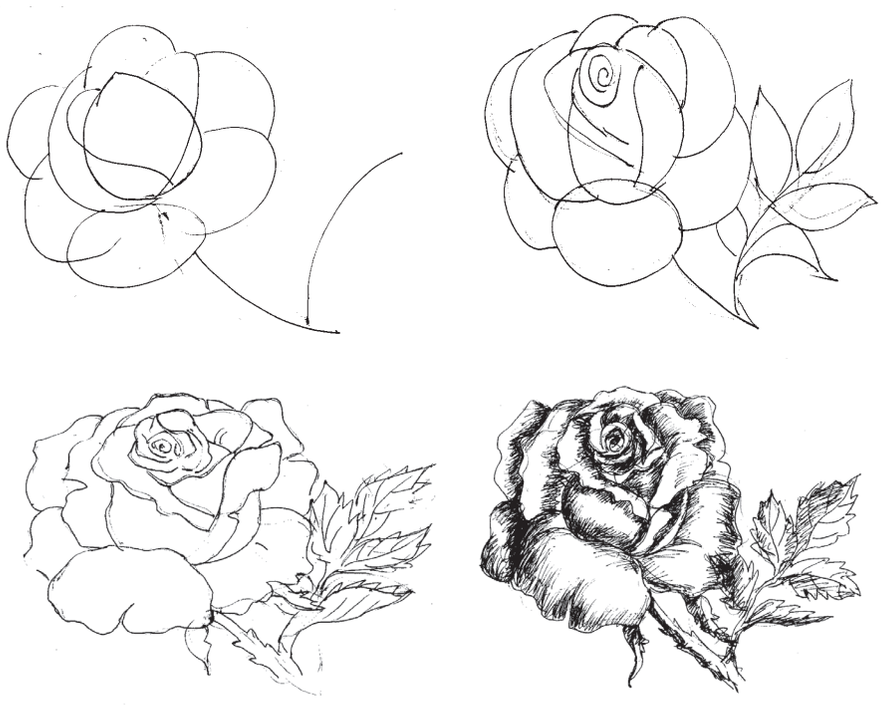

হাতের লেখা

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

ছেলে চন্দন আর বৌমা পাপিয়া দুজনেই চাকরি করে। তাই চার বছরের টুবলুর দেখাশোনা, দিনের বেশির ভাগ সময় ঠাম্মাকেই করতে হয়। সে আবার এখন স্কুলে যায়। স্কুলের ভ্যানে তুলে দেবার দায়িত্বটা অবশ্য পাপিয়াই করে। সবই ঠিক আছে। পড়াশুনোও মোটামুটি করে, কিন্তু হাতের লেখা কিছুতেই লিখতে চায় না।

দুপুরে একদিন টুবলু কার্টুন দেখতে ব্যস্ত। ঠাম্মা তখন একটা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন। খানিকটা লিখে, নাতিকে ডাকলেন, এই টুবলু শোন্, বর্গিয়–জ কীভাবে লেখে রে। টুবলু কাছে এসে বলল, কেন? তুমি জাননা? – জানতাম তো রে, এখন মনে পড়ছে না। – দেখি, পেন্সিলটা দাওতো। টুবলু ঠাম্মাকে দেখিয়ে দিলে, প্রভাদেবী খুব বাজে ভাবে জ' লিখলেন। তা দেখে টুবলুর মন্তব্য, ইস্ কী বিশ্রী দেখতে হয়েছে, এই দ্যাখো, আবার দেখিয়ে দিচ্ছি।

ঠাম্মা আর টুবলুর মধ্যে প্রায়ই এই খেলা চলতে থাকে। টুবলু শিক্ষক আর ঠাম্মা এক অমনোযোগী ছাত্রী। ঠাম্মা বলেন, টুবলু, তুই সুন্দর করে কয়েকটা লাইন লিখে দে তো, আমি তাই দেখে দেখে লিখব, দেখি পারি কিনা।

ওর খুব সুন্দর হাতের লেখার জন্য প্রথম শ্রেণিতে উঠে, টুবলু একটা ভালো বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে গেল।

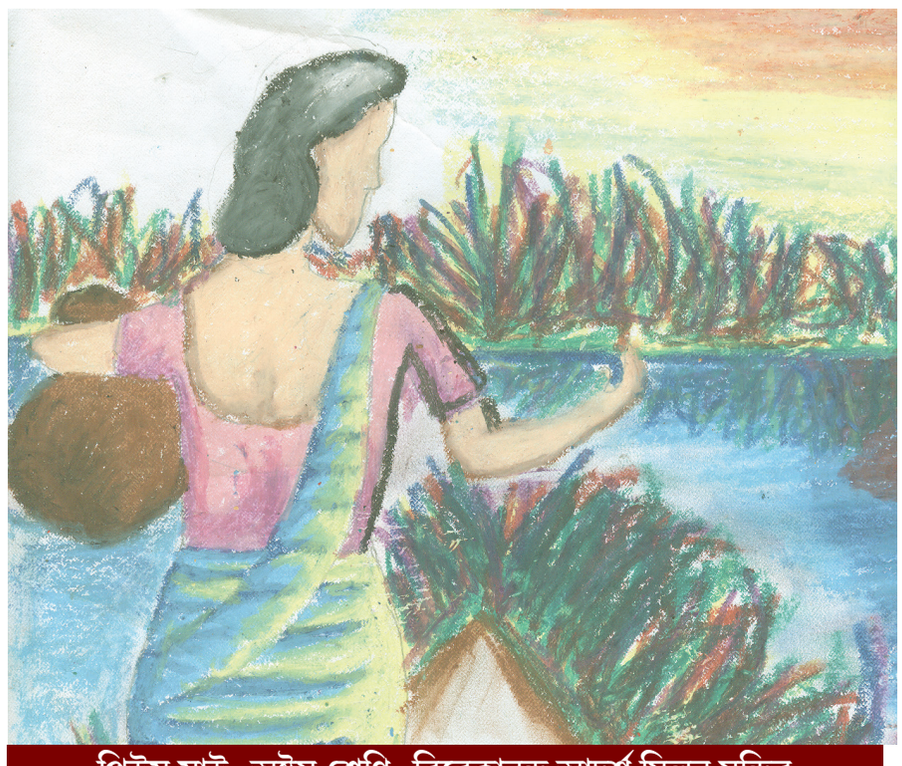

পিউস সাউ, অষ্টম শ্রেণি, বিবেকানন্দ আদর্শ মিলন মন্দির

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com